ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 7 May, 2023 ■ আগরতলা ৭ মে, ২০২৩ ইং ■ ২৩ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

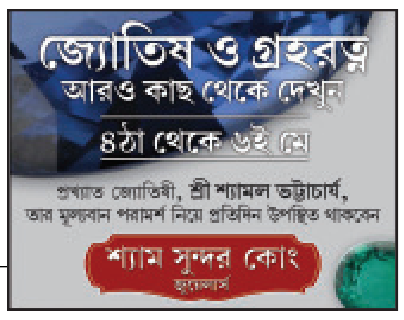

তিনটি বিশেষ বিমানে মণিপুর থেকে ২০৮ জন ছাত্রছাত্রীকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। তিনটি বিশেষ বিমানে মণিপুর থেকে ত্রিপুরার ২০৮ জন ছাত্রছাত্রীকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। আজ মধ্যরাতে তাঁরা মণিপুর থেকে রওয়ানা দেবেন। শনিবার সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকার আধিকারিকদের টিম মণিপুর পাঠিয়েছে। তাঁরা সেখানে আরও ২/৩ দিন থাকবেন। ত্রিপুরা আসতে চাইছেন এমন কেউ থাকলে তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবেন।

প্রসঙ্গত, হিংসাজর্জর মণিপুরে ত্রিপুরার পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের অভিভাবক এবং রাজ্য সরকার ভীষণ চিন্তায় রয়েছেন। ত্রিপুরা সরকার মণিপুরের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করছে। হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে। শুধু তাই নয়, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে সহায়তা চেয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ফোন করেছেন। সকলেই সমস্ত সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

মণিপুরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যে ফেরত আনার বিষয়ে সাংবাদিক সম্মলনে বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডাঃ মানিক সাহা সহ রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারীকরা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মণিপুরে রিমস, কেন্দ্রীয় কৃষি মহাবিদ্যালয় এবং রিজিউনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কলেজে পাঠরত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকের অভিভাবকরা ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকারের সাথে যোগাযোগ করেছেন। মণিপুরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরাও সহায়তা চেয়ে যোগাযোগ করেছেন। তাঁদের ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তাঁর কথায়, মণিপুরে কেন্দ্রীয় কৃষি মহাবিদ্যালয়ের আশেপাশের এলাকায় সবচেয়ে বেশি সমস্যা হচ্ছে। অবশ্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকায় এখনো কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তিনি জানান, সেখানে ত্রিপুরার ৩৭ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। এছাড়া রিমসে ১৭১ জনকে বিশেষ বিমানে ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে। তাতে, সমস্ত খরচ ত্রিপুরা সরকার বহন করবে। শুধু তাই নয়, যাঁরা নিজেদের টাকায় বিমানের টিকেট ক্রয় করে ফিরছেন তাঁদেরকেও সরকার থেকে ওই টিকিটের মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হবে, আশ্বাস দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মণিপুর থেকে বিমানে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের একত্রে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সমস্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাছ কাটতে গিয়ে ডাল পড়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ মে।। গাছ কাটতে গিয়ে বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী তথা ঋষ্যমুখ মন্ডলের বুথ সভাপতি সুজন শীল(২৪)-র মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে গাছের ডাল পড়ে বুকে ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতোই আজ সকালে গাছ কাটতে বেরিয়ে ছিলেন সুজন। সহকর্মীদের নিয়ে গাছ কাটছিলেন। হটাৎ একটি গাছের ডাল তাঁর উপর পড়ে যায়। তাতে, তাঁর বুকে প্রচন্ড আঘাত লেগেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিলোনিয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতল ভবন থেকে পড়ে গুরুতর শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৬ মে।। দ্বিতল ভবন থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত এক শ্রমিক আহত শ্রমিকের নাম সুকান্ত দাস, বয়স (৩২) বাড়ি বিলোনিয়া ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের সুকান্ত নগর এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে আজ সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিলোনিয়া জগন্নাথ বাড়ি রোড এলাকায়।

জানা যায়, জগন্নাথ বাড়ি রোড এলাকার জনৈক এক ব্যাক্তির বাড়িতে দ্বিতল ভবনের নির্মাণের কাজ চলছে সেখানে সুকান্ত সহ অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেখামাত্র গুলির নির্দেশের পর মৃত্যু এক

হিংসায় জ্বলছেই মণিপুর আকাশমার্গে নজরদারি বাড়িয়েছে বায়ুসেনা

ইমফল, ৬ মে (হি.স.)।। মণিপুরের পরিস্থিতি এখনও অস্বাভাবিক। এমতাবস্থায় বহিঃরাষ্ট্র থেকে অনুপ্রবেশ প্রতিরোধে ভারত-মায়ানমার সীমান্তে চালকহীন আকাশযান (ইউএভি)-এর সাহায্যে নজরদারি বাড়িয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা।

মণিপুরে চলমান অস্থির পরিস্থিতি বজায় রাখতে বহিঃরাষ্ট্র কলকাঠি নাড়াচ্ছে বলে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে খবর আছে। গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট, মণিপুরের উপত্যকা-ভিত্তিক কয়েকটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী ভারত-মায়ানমার সীমান্তের ওপাড়ে শিবির গড়ে অবস্থান করছে। ওই সব গোষ্ঠী মণিপুরে যাতে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে না আসে, সে ব্যাপারে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

গোয়েন্দা সংস্থার এই রিপোর্ট পেয়ে মায়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়িয়েছে ভারত সরকার। বিদেশি শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করতে ভারতীয় সেনা সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে মায়ানমার সীমান্তে চালকহীন আকাশযানের সাহায্যে নজরদারি বাড়িয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনা।

হিংসাজর্জর মণিপুরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে 'দেখামাত্র গুলি'র নির্দেশের পর প্রথম এক মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেছে। কমান্ডোর গুলিতে নিহতকে বিষ্ণুপুর জেলার নাম্বল এলাকার ২৩ বছর বয়সি বিয়াশনিং থউজাম বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আজ শনিবার ইমফলে রাজ্য পুলিশের সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত প্রায় ১১টা নাগাদ সান্ধ্য-আইন কবলিত বিষ্ণুপুরে একদল যুবক রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের নামে উশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। টহলদারি সেনার কমান্ডো বাহিনীর জওয়ানরা তাদের নিজের নিজের ঘরে চলে যেতে বলে। কোনও অনুরোধ ধোঁপে টেকছে না দেখে উশৃঙ্খল যুবদলকে ছত্রভঙ্গ করতে কমান্ডোরা গুলি চালায়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে বিয়াশনিং থউজাম নামের যুবক।

রাজ্য পুলিশের সদর দফতরের সূত্রটি জানিয়েছে, সহিংসতায় আক্রান্ত জেলাগুলির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তায় অবরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে দুর্বৃত্ত দল। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার সিআরপিএফ-এর ২০৪ নম্বর কোবরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন হয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার কঠোর অবস্থান নিয়ে কাজ করছে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে।

আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকের প্রশের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিগত কয়েক দশক ধরে রাজ্যের যুব সমাজ নেশার করাল গ্রাসে আক্রান্ত হয়ে ধংস হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেশামুক্ত ভারত গঠনের অঙ্গ হিসেবে রাজ্য সরকারও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের আহ্বান জানিয়েছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য সরকার শুধু মুখে নয় তা কাজের মাধ্যমেও প্রমাণ করছে। নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্ণাটকে রোড শো

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের ভোট প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার রোড শো করেছেন।

জনস্বার্থে ৩৭টি চিঠি দিয়েও সরকারের উত্তর নেই ঃ অনিমেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। জনস্বার্থে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী সহ বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ৩৭টি চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত উত্তর দেওয়া দূরের কথা চিঠি প্রাপ্তির স্বীকার দেয়নি ত্রিপুরা সরকার। আজ বিধানসভায় নিজ কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে এভাবেই সুর চড়ালেন বিরোধী দল নেতা অনিমেষ দের্ববমা।

এদিন তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, ২০০৩ সালে বিধায়ক থাকাকালীন জনস্বার্থে বিভিন্ন বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারকে চিঠি লিখতেন। তখন মুখ্যমন্ত্রীর সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে চিঠির উত্তর পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমান সরকারের তরফ থেকে কোনো সদুত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকারের নিকট বিগত দিনে ৩৭টি চিঠির মধ্যে অন্যতম হল বাংলা, রোমান হরফ ককবরকে যেন প্রশ্ন পত্র তৈরি করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন উত্তর আসেনি।

সাথে তিনি যোগ করেন, খোয়াই জেলা হাসপাতালে ডিজিট্যাল এক্স---রে মেশিন অচল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তা অতিসত্বর সারাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ এবং হাসপাতালে চিকিৎসক নিয়োগ করার জন্যও চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এখনোও উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছি।

দেড় বছরের কন্যা সন্তানকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে আত্মঘাতী মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। দেড় বছরের মেয়েকে বিষ খাইয়ে আত্মঘাতী মা। হৃদয়বিদারক এই ঘটনা ঘটেছে বিলোনিয়া মহকুমার পি আর বাড়ি থানাধীন দক্ষিণ শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খেদাবাড়ি এলাকায়। পারিবারিক কলহের কারণে দেড় বছরের শিশু কন্যাকে বিষ খাইয়ে আত্মঘাতী হলো মা। প্রথমে বিষ পান করে এবং পরে মৃত্যু সুনিশ্চিত করতে গলায় দড়ি দিয়ে নিজ ঘরের মধ্যে আত্মঘাতী হয় মা।

পরিবারের লোকজন প্রথমে স্বস্তি দাস এবং তার কন্যাকে দ্রুত চোত্তাখোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক স্বস্তিদাসকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং শিশু কন্যাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেন। বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় মাঝপথে মারা যায় দেড় বছরের শিশু কন্যা। ঘটনা পি আর বাড়ি থানাধীন দক্ষিণ শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খেদাবাড়ি এলাকায়।

জানা যায়, বছর তিনেক আগে খেদাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রাজিব দাস নলুয়া এলাকার স্বস্তি দাসকে ভালোবেসে বিয়ে করে। বিয়ের পর সুখে শান্তিতে সংসার চলতে থাকলেও কিছুদিন পর দেখা দেয় পারিবারিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে পথ দূর্ঘটনায় মহিলা সহ আহত ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। দুটি স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন একজন মহিলা সহ আরও তিনজন যুবক। ধর্মনগর থানাধীন টঙ্গীবাড়ি এলাকার স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকল বাহিনীকে খবর দিয়েছিলেন। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

জনৈক দমকলকর্মী জানিয়েছেন, শনিবার সকালে ধর্মনগর থানাধীন টঙ্গীবাড়ি এলাকায় টিআর০৫০৯৩৭২ এবং টিআর০৫ই৫০২৫ নম্বরের দুটি স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটেছে। এদিন রাজেশ্বর দাস ও গায়েত্রী ঘোষ ধর্মনগর থেকে টঙ্গীবাড়ি এলাকার উদ্দেশ্য যাচ্ছিলেন। উল্টোদিক থেকে বিষ্ণু দেবনাথ ও জন্টু নামে দুই যুবক স্কুটি দিয়ে টঙ্গীবাড়ির দিকে আসছিলেন। টঙ্গীবাড়ি এলাকায় আসা মাত্র দূর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। তাতে চারজনই আহত হয়েছেন। এলাকাবাসী বিকট শব্দ শুনতে পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এবং দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা এসে আহতদের উদ্ধার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছাত্রদের ফিরিয়ে আনতে এডিসি ও প্রদ্যোতের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। হিংসাজর্জর মণিপুরে অধ্যায়ণরত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনতে টিটিএএডিসি প্রশাসন এবং তিপরা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণও এগিয়ে এসেছেন।

প্রদ্যোত আজ সামাজিক মাধ্যমে বার্তা দিয়ে জানিয়েছেন, মণিপুরে আটকে রয়েছেন ত্রিপুরার ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য বিমানের টিকেট পাঠানো হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মার দাবি এডিসি প্রশাসনও ত্রিপুরার ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে মণিপুর থেকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছে।

এদিন প্রদ্যোত দাবি করেন, সংকটের মুহূর্তে মানুষের পাশে দাড়ানো মানুষের কর্তব্য। ত্রিপুরার মানুষ নানাভাবে সহায়তা করেছেন। তাই, তাঁদের বিপদে পাশে দাড়ানো প্রধান ধর্ম বলে মনে করেছি। তিনি আগামীকাল রবিবার ইন্ডিগো-র বিমান ৬ই-৫২৫ চেপে ত্রিপুরার ৫০ জন ছাত্রছাত্রী মণিপুর থেকে আগরতলায় ফিরবেন। তাঁদের টিকিটের সমস্ত খরচ নিজেই বহন করেছেন বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর হাতছানি তবুও যুদ্ধ করছেন ডায়ালসিস রোগীরা

● পরিতোষ বিশ্বাস ●

কবি বলেছেন 'মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান'। মৃত্যুর মত অমোঘ সত্যি আর নেই। তবুও আমরা দৌঁড়াতে থাকি নানা ধান্দায়। কোটি কোটি টাকা লুট হয়ে যায়। গরীব মানুষের রক্ত ঝরা ঘাম ঝরা টাকার লুট চলে। চাকরি দিয়ে কোটি কোটি টাকা লুট হয়। সারা দেশে একসময় নজরকাড়া রাজ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ। চাকরি দিয়ে কোটি কোটি টাকা লুট করার ঘটনা বঙ্গবাসীদের মাথা হেট করে দিয়েছে। আজ যে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হল দেশ কোন্ পথে চলেছে? দেশের নানা কর্মকান্ডে যে বিষয়টা বিশেষ স্থান নিয়েছে তা হল মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা। কঠিন কঠিন রোগে আক্রান্ত মানুষ আজ অসহায়। রাজ্যের চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু, বেশীরভাগ জটিল রোগের চিকিৎসা এখানে হয় না। অথচ বহিঃরাজ্যে যাওয়ার মত সঙ্গতি যাদের নেই তারা মৃত্যুকেই বরণ করে নেয়। একথা সত্যি যে, পশ্চিমবঙ্গে অনেক বড় বড় হাসপাতাল রয়েছে। অনেক জটিল রোগী সেখানে আরোগ্য লাভ করে। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতায় বেসরকারী হাসপাতালগুলি মোটা টাকার বিল ধরিয়ে দেয়। বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কলকাতার বেশ কয়েকটি বেসরকারী হাসপাতালে হানা দেন এবং মোটা অংকের বিল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু, কিছুদিন যেতে না যেতেই পুণঃ মুষিক ভবঃ। রোগী শিকার মুখ্য হয়েই থাকে। ফলে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে খোদ কলকাতা এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার রোগীরা দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসার জন্য ছুটে যান। সেখানে এমন অনেক হাসপাতাল আছে যেখানে গলা কাটা হয় না। কম বাজেটে রোগীরা চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে সুস্থ হয়ে ফিরে আসেন। এরকম বহু নজির আছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল তো বটেই এমনকি বাংলাদেশের হাজার হাজার রোগী দক্ষিণের হাসপাতালগুলিতে ভীড় করেন। দক্ষিণের হাসপাতালগুলি যা পারে পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতার হাসপাতালগুলি তা পারে না কেন? এটা বাংলার লজ্জা। শুধু লজ্জা নয় গভীর পরিতাপেরও। বাংলা ও বাঙালীর গর্ব তো দিনেদিনেই ধুলায় লুটাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রানের পথ কি কোনও দিন মিলবে?

ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য পরিষেবার অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে সাধারণ রোগের জন্যও বহিঃরাজ্যে ছুটতে হত। এখন জিবি হাসপাতালে অনেক কঠিন রোগের চিকিৎসা হয়। মানুষের বা রোগীদের ভরসাস্থল হয়ে উঠতে গেলে আরও বেশী সেবার মানসিকতা চাই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একজন চিকিৎসক। তিনি রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার নাড়ি নক্ষত্র জানেন। তবুও অনেক ক্ষেত্রে পরিষেবার ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। জিবি হাসপাতালে কিডনি রোগীদের ডায়ালসিস পরিষেবা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। প্রায় প্রতিদিন রোগীরা ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন। আইজিএম হাসপাতালে একটি বেসরকারী সংস্থা ডায়ালসিস পরিষেবা দিচ্ছে। সেখানে রোগীরা অনেক স্বস্তি বোধ করছেন। এই ডায়ালসিস ইউনিটে প্রতিদিন নতুন নতুন রোগীর ভীড় বেড়ে চলেছে। এই ইউনিটে রোগীরা বিনামূল্যে ডায়ালসিস পরিষেবা পাচ্ছেন। ত্রিপুরা সরকার এই টাকা মিটিয়ে দিচ্ছে। এর জন্য কেন্দ্র বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে চলেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এজন্য যে তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরাইবাড়িতে ৬ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক নেশা সামগ্রী উদ্ধারে সক্ষম হয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। আজ শনিবার সকাল ছয়টা নাগাদ চুড়াইবাড়ি গেইটে ৬০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ তিনজনকে আটক করেছে উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ। ওই অভিযানে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, উদ্ধার নেশা সামগ্রীর বাজার মূল্য প্রায় ছয় কোটি টাকা।

এদিন তিনি জানান, গোপন সুত্রে খবর পাওয়া গিয়েছিল অসম থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট নিয়ে একটি গাড়ি ত্রিপুরায় প্রবেশ করবে। সে মোতাবেক চুড়াইবাড়ি গেইটে কঠোর নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সকাল ছয়টা নাগাদ টিআর০১এফ২৯৩৮ নম্বরের বুলেরো গাড়ি আটক করে তাতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। গাড়িতে ৬০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ছয় কোটি টাকা হবে।

তিনি বলেন, ধৃত তিনজন শুভঙ্কর দেবনাথ, ইদ্রিস মিয়া এবং রজত পাল সোনামুড়া মহকুমায় ধনপুরের বাসিন্দা বলে পরিচিতি মিলেছে। তিনজনকেই চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২০২ ▫ ৭ মে ২০২৩ইং ▫ ২৩ বৈশাখ ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সীমা ছাড়িয়েছে মুদ্রাস্ফীতি!

গোটা বিশ্বে মুদ্রাস্ফীতি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশ ভারত বর্ষও ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। মুদ্রাস্ফীতির কারণে দেশের অর্থনীতি দুর্বল হইয়া পরিবার যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। দেশের সরকার অর্থনৈতিক অবস্থাকে চাঙ্গা পরিবার জন্য নানা প্রয়াস গ্রহণ করিলেও তাহা পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হইতেছে না। তবে একতা অনস্বীকার্য যে সরকার এই ধরনের প্রয়াস গ্রহণ না করিলে দেশের অর্থনীতি আরও ভঙ্গুর অবস্থায় পর্যবেষিত হইতে পারিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তুলনায় ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেকটাই ভালো বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আত্মতুষ্ট হইলে চলিবে না। কৃষি প্রধান দেশ ভারতবর্ষে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করিবার ক্ষেত্রে কৃষকরায় মূল ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছেন। অন্যান্য কল কারখানা দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করিতে যে ভূমিকা গ্রহণ করিবার কথা প্রকৃতপক্ষে সেই ভূমিকা পালন করিতে পারে নাই। এক্ষেত্রে অবশ্যই করোনা মহামারীর সময়ের পরিস্থিতি উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। করোণা পরিস্থিতিতে দেশের কল কারখানা শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রায় মুখ থোবড়ে পড়িয়াছিল। কিন্তু কৃষি কাজ অব্যাহত থাকায় দেশের অর্থনীতি ততটা দুর্বল হইয়া পড়ে নাই। প্রকৃতপক্ষে কৃষকরা যে আমাদের অন্নদাতা তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রায় ২ বছর ধরিয়া করোনার ধাক্কা। তাহার উপর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে বাড়িতে থাকা অশোধিত তেলের দাম। ফলে প্রবল ক্ষতির মুখে পড়িয়াছে দেশের অর্থনীতি। জ্বালানি থেকে শুরু করিয়া আনাজপাতির মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস উঠিয়াছে আমজনতার। মানুষের এই দুর্ভোগে নিয়া এতদিন সেভাবে মুখ না খুলিলেও, শনিবার অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ আমজনতার দুর্ভোগের কথা স্বীকার করিয়া নিলেন।অর্থমন্ত্রী এদিন এক অনুষ্ঠানে স্বীকার করিয়া নেন, মুদ্রাস্ফীতির হার 'সহ্যসীমা'র থেকে সামান্য বেশি। তবে সরকার সবরকম চেষ্টা করিয়া যাইতেছে সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার।" নির্মলার দাবি, সংকটের সময় ভারত সরকার খুব সচেতনভাবে পা ফেলিয়াছিল। তাই আজ আমাদের মুদ্রাস্ফীতির হার সহ্যসীমার থেকে সামান্য বেশি। তবে সরকার প্রতিনিয়ত সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে।হিসাব বলিতেছে, মার্চ মাসের আগে লাগাতার ১৫ মাস দেশের মুদ্রাস্ফীতি বেশ উদ্বেগজনক হারে বাড়িয়াছে। মার্চেও সেটা বাড়িয়াছে। তবে আগের চেয়ে অনেক কম হারে। নির্মলা সেটাকেই সদর্থক দিক হিসাবে তুলিয়া ধরিতে চাইছেন। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির হার যে কেন্দ্র তথা রিজার্ভ ব্যাংকের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রার চাইতে অনেকটাই বেশি, সেটা পরিসংখ্যানেই ধরা পড়িয়াছে। হিসাব বলিতেছেছে, রিজার্ভ ব্যাংক যেখানে চলতি বছর ৪ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতির টার্গেট রাখিয়াছিল, সেখানে বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির হার ৫.২।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে যে মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে সেটা সাধারণ মানুষকে আর্থিকভাবে যতটা বিড়ম্বনা দিতেছে, সরকারকে ঠিক ততটাই বিড়ম্বনায় ফেলিতে পারে। সেটা বুঝিতে পারিতেছেন অর্থমন্ত্রীও। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার যে বদ্ধপরিকর বোঝানোর চেষ্টা করিয়াছেন তিনি।

গাছ কাটতে গিয়ে ডাল পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু বিজেপির বুথ সভাপতির

বিলোনিয়া(ত্রিপুরা), ৬ মে (হি. স.) : গাছ কাটতে গিয়ে বিজেপি যুব মোর্চার কর্মী তথা ঋষ্যমুখ মন্ডলের বুথ সভাপতি সুজন শীল(২৪)-র মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে গাছের ডাল পড়ে বুকে ব্যথা পেয়েছিলেন তিনি। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের মতোই আজ সকালে গাছ কাটতে বেরিয়ে ছিলেন সুজন। সহকর্মীদের নিয়ে গাছ কাটছিলেন। হটাৎ একটি গাছের ডাল তাঁর উপর পড়ে যায়। তাতে, তাঁর বুকে প্রচন্ড আঘাত লেগেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে তাঁর সহকর্মীরা। কিন্তু চিকিৎসা শুরুর আগেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

খবর পেয়ে তাঁর পরিবারের সদস্য এবং বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা হাসপাতালে ছুটে যান। যুব মোর্চার একনিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবে এলাকায় তাঁর ভীষণ সুখ্যাতি ছিল। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ মাসের মধ্যেই নড়বড়ে হতে শুরু করল প্রচণ্ড সরকার

কাঠমাণ্ডু, ৬ মে (হি.স.) : পাঁচ মাসের মধ্যে নেপালের নতুন সরকারনড়বড়ে হতে শুরু করেছে। ডিসেম্বরে নির্বাচনের পর ক্ষমতাসীন জোটের নেতা পুষ্প কমল দাহল প্রচন্ড প্রধানমন্ত্রী হন। ২৭৫ সদস্যের সংসদে তিনি ২৬৮ জন সংসদ সদস্যের সমর্থনে ১০ জানুয়ারি আস্থার ভোট পেতে সফল হন।

এর পর ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তন করেন প্রচণ্ড। এই কারণে, কেপি শর্মা অলির নেতৃত্বে সিপিএন (বিইউএমএল) জোট থেকে বেরিয়ে যায়। ইউএমএল এবং রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি (আরপিপি) বিরোধীদের সাথে যোগ দেয়। প্রচন্ডকে ২০ মার্চ আবার আস্থা ভোট চাইতে হয়েছিল। তিনি নেপালি কংগ্রেস সহ ১০ টি দল এবং ২ জন নির্দল সাংসদ সহ ১৭২ জন সাংসদের সমর্থন পেয়েছেন।

রবি লামিছনে নেতৃত্বাধীন (আরসিপি) ৬ মে থেকে সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেছে। এখন প্রচণ্ড সরকারের নয়টি দলের ১৫৮ জন সংসদ সদস্যের সমর্থন রয়েছে। বিরোধী দলের চারটি দলের ১১৫ জন সংসদ সদস্য রয়েছে। নির্দল সাংসদ রয়েছেন ২ জন।

দেশে শক্তিশালী যোগাযোগ ও দুর্দান্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করেছে বিজেপি : নরেন্দ্র মোদী

বাদামি, ৬ মে (হি.স.): দেশে শক্তিশালী যোগাযোগ ও দুর্দান্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করেছে বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। শনিবার কর্ণাটকের বাদামিতে একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে, ডেটা/ইন্টারনেটের খরচ ছিল প্রতি জিবি প্রায় ৩০০ টাকা। এখন নেমে এসেছে প্রতি জিবি ১০ টাকা। বিজেপি দেশে শক্তিশালী যোগাযোগ এবং দুর্দান্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করেছে।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেসের অপকর্মের কারণেই আমাদের দেশ কয়েক দশক ধরে পিছিয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের শাসনকালে যে রোগগুলি শক্তিশালী হয়েছিল, এখন বিজেপি সেই রোগের স্থায়ী চিকিৎসা দিচ্ছে। মোদী বলেছেন, বিজেপি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় নিবেদিত। আমরা দেশের বিভিন্ন ট্যুরিস্ট সার্কিট নির্মাণ ও শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি; এটি বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আজও কংগ্রেসের লোকজন ভারতকে দেশ ও বিশ্বে গণতন্ত্রের জননী বলার সাহস করে না, তারা কেবল ভারতের গণতন্ত্রকে আক্রমণ করে। এই দাসত্বের মানসিকতা থেকে এখন ভারত বেরিয়ে আসছে। বিজেপি সরকার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি নিবেদিত।

বন্ধ হল বানারহাট ব্লকের দেবপাড়া চা বাগান, কর্মহীন ১,১৯৬ জন শ্রমিক

বানারহাট, ৬ মে (হি. স.) : ফের বন্ধ হয়ে গেল বানারহাট ব্লকের দেবপাড়া চা বাগান। এই নিয়ে চার বছরে তৃতীয়বার বন্ধ হল দেবপাড়া চা বাগান। শনিবার বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়লেন ১,১৯৬ জন শ্রমিক।প্রতিদিনের মতো শনিবার চা শ্রমিকরা কাজে রওনা দিলেও বাগানে সকালে সাইরেন না বাজায় তাঁদের সন্দেহ হয়। চা শ্রমিকরা ফ্যাক্টরির সামনে এসে দেখেন গেট বন্ধ। যদিও ফ্যাক্টরি গেটে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি। পরে জানা যায়, চা বাগান ম্যানেজমেন্ট রাতেই বানারহাট থানায় সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক নোটিশ দিয়ে চলে গিয়েছে।

নারীর অধিকার মানবাধিকার

সুলতানা কামাল

মানবাধিকারের মূল কথা হলো, মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অধিকার তার অবশ্যপ্রাপ্য হয়ে যায়; যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাই মানবাধিকারকে বলা হয়েছে সহজাত, সর্বজনীন, অবিচ্ছেদ্য এবং অলঙ্ঘনীয়। এই সনদ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ, নির্যাতনমুক্ত ও শঙ্কাহীন জীবনের দাবিদার থাকবে। তার যে কোনো অধিকার লঙ্ঘনে ন্যায়বিচার পাবে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোয় সমঅধিকার, মানবিক মর্যাদা এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার এই সনদ জাতিসংঘ দ্বারা রচিত ও গৃহীত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভয়ানক মানবিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে। সহজাত সর্বজনীন মানবাধিকারের প্রতি অঙ্গীকারের এই দলিল মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসে এক বিরাট অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করে। কিন্তু আজকে একুশ শতকে এসেও বলতে হয়, নারী নারী হয়ে জন্মায় বলেই কিছু অধিকার থেকে- হোক তা আইনিভাবে কি বেআইনি-তাকে বঞ্চিত রাখা হয়। ২০২২ সাল অতিক্রান্ত হলেও নারীর এই অধিকার বঞ্চনার শেষ হয়নি।

সর্বজনীন মানবাধিকারের মূল সনদটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। ইংরেজি ভাষায় একবচনে নারী-পুরুষ উভয়লিঙ্গকে বোঝাতে কোনো সাধারণ শব্দ নেই। নারীকে বোঝাতে "শি" ও "হার" বলা হয় এবং পুরুষকে বোঝাতে "হি" ও "হিজ"। জাতিসংঘ গৃহীত মানবাধিকারের সনদে সব অধিকারের কথাই পুংলিঙ্গে লেখা হয়েছে। প্রায় অর্ধশত বছর পরে নারীবাদী আন্দোলনের চাপে সদস্য রাষ্ট্রগুলো একমত হয়, সনদে যেভাবেই উল্লেখ করা হোক না কেন, প্রতিটি অধিকার নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই প্রযোজ্য হবে। তারপরও যে অপূর্ণতা থেকে যায়, সেটির জন্য ১৯৭৯ সালে নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য রোধে "কনভেনশন অন দি এলিমিনেশন অব অল ফরমস অব ডিসক্রিমিনিশন অ্যাগেইনস্ট উইমেন (সিডোও)" ঘোষিত হয়। বাংলাদেশ কিছু সংরক্ষণ সাপেক্ষে সনদটিতে অনুস্বাক্ষর করেছে। আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের সংবিধানে সব নাগরিককে আইনের চোখে সমান বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো কারণেই কারও প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করার স্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

আমার আজকের আলোচনার নির্দিষ্ট বিষয়- নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদার নিরিখে আজকে বাংলাদেশে নারীর অবস্থানের স্বরূপটা কেমন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নারীর অবস্থানের উন্নতি সাধনে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সন্দেহ নেই। বিশেষত মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসার পর রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রশাসন ও অন্যান্য পেশায় নারী গুরুত্বপূর্ণ পদে দৃশ্যমান হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। নারীর অধিকার রক্ষায় বেশ কিছু আইন ও নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে নারীর সমঅধিকার ও সমমর্যাদার প্রশ্নে আমরা কতটা পথ এগোতে পেরেছি? এত কিছুর পরেও প্রকৃতপক্ষে আমরা নারীর সার্বিক মুক্তি ও নিরাপত্তা বিধান করতে পারছি না কেন? এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না আইন, নীতি, ঘোষণা বা অঙ্গীকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে না। তার জন্য নীতিনির্ধারকদের এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত শক্তিকে দৃঢ় চিত্তে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হয়। বাংলাদেশের নারীদের অভিজ্ঞতায় সেটি কতখানি বাস্তব হয়ে উঠতে পেরেছে?

আমাদের সংবিধান, যা দেশের সর্বোচ্চ আইন বলে গণ্য, সেখানে বলা আছে- জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, কে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে নির্বিশেষে সকল নাগরিক রাষ্ট্রের চোখে সমান অধিকার ও মর্যাদার দাবিদার হবে। বিশেষভাবে বলা হয়েছে, জনজীবনে নারী সকল নাগরিকের মতো সমান অধিকার ভোগ করবে। কর্মক্ষেত্র, বিশ্রাম বা বিনোদনের জায়গায় নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য প্রদর্শন করা যাবে না। আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক নির্দেশনা হলো- সংবিধান বলবৎ হওয়া মাত্র দেশে প্রচলিত সকল বৈষম্যমূলক আইন বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

কিন্তু সংবিধান বলবৎ হওয়ার ৫০ বছর পার করেও আমরা দেখতে পাচ্ছি- এই নির্দেশনাকে অমান্য করে চরম বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন প্রচলিত রয়েছে, যা ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত মৌলিক কিছু ক্ষেত্রে নারীকে সমঅধিকার ও সমমর্যাদা থেকে আইনিভাবেই বঞ্চিত করা অব্যাহত রেখেছে। এই আইন অনুযায়ী শুধু একই ধর্মের নারী-পুরুষের মধ্যে নয়, বিভিন্ন ধর্মের নারীদের মধ্যেও বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অসম অধিকার বজায় রেখেছে। এই আইনের কারণে একজন নারী যত শিক্ষিত বা উচ্চপদস্থ পেশাজীবী অথবা যতই প্রভাবশালী নাগরিক হোন না কেন, ব্যক্তিগত জীবনে পুরুষের অধীন ও পুরুষনির্ভর জীবনযাপন করতে বাধ্য থাকেন। নারী অধিকার ও মানবাধিকার আন্দোলনের দীর্ঘদিনের আবেদন, নিবেদন, দাবি সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এই আইন বাতিল করা হয়নি। সংবিধানকে মান্য করলে পারিবারিক আইনের প্রচলন যে সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক- এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশ সিডোও সনদ অনুস্বাক্ষর করল কিন্তু ধারা ২ এবং ১৬-এর (১) গ উপধারা সংরক্ষণসহ। ধারা ২ হচ্ছে সিডোওর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারা, যেখানে সদস্য রাষ্ট্রগুলো নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপের অঙ্গীকার ঘোষণা করছে। ১৬ (১) গ হচ্ছে নারীর বৈবাহিক জীবনে সমঅধিকার নিশ্চিত করার ঘোষণা। জাতীয় নারী আন্দোলন এবং একই সঙ্গে জাতিসংঘের সিডোও কমিটির বারবার তাগাদা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এই সংরক্ষণ তুলে নেওয়ার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। বরং নানা অজুহাতে তা বজায় রেখেছে। বাংলাদেশের নারী আন্দোলন তাদের নানা দাবিদাওয়ার মধ্যে সর্বজনীন পারিবারিক আইন প্রণয়নের ওপর জোর দিয়ে আসছে। আশির দশক থেকেই সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ "নারীর অধিকার মানবাধিকার" এই নীতির আলোকে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আইন বাতিল করার সুপারিশমালা পর্যন্ত তৈরি করে প্রতিটি সরকারের কাছে তা নিয়ে দেনদরবার করে চলেছে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে নারী আন্দোলনের নিরলস সংগ্রামের ফলে। কিন্তু সে আইনের প্রয়োগ এতই দুর্বল এবং আইনের বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর প্রতি এতই বিদ্বেষদুষ্ট যে এখন পর্যন্ত আমরা যে পরিসংখ্যান পাই, তাতে দেখা যায়, বাংলাদেশে ধর্ষণসহ নারীর প্রতি সহিংসতার যত মামলা হয়, তার মাত্র চার থেকে পাঁচ ভাগ মামলায় আসামিরা শাস্তি পায়। ধর্ষণের মামলায় শাস্তির হার আরও কম। ব্র্যাকের একটি গবেষণায় দেখা গেছে জেন্ডার সহিংসতায় ৩৮৫টি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ। যেসব নারী আদালতের আশ্রয়প্রার্থী, তাদেরই কোনো কোনো আদালতে তিরস্কৃত হতে হয়েছে- এমনও দৃষ্টান্ত বিরল নয়। পারিবারিক সহিংসতাকে অপরাধ বলেই গণ্য করা হতো না এই কিছুদিন আগেও। এর বিরুদ্ধে আইন পেতে নারীদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ২০১০ সাল পর্যন্ত। যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। নারীরা বিচার চাইতে গেলে মামলা না নেওয়া, অপ্রযোজ্য ধারায় মামলা দায়ের করা, তদন্ত বা ডাক্তারি পরীক্ষায় সত্য গোপন করা, মামলা করার কারণে পুনরায় তার ওপর আক্রমণ করা; সেটিই যেন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। যারা এমন অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য দায়ী, তাদের জবাবদিহির কোনো নজির পাওয়া যায় না। বিচারহীনতার এই সংস্কৃতির কারণে ধর্ষণ, ধর্ষণের পরে হত্যা বা আত্মহত্যা, দলবেঁধে ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, শারীরিক নির্যাতন, অপহরণ, হত্যা, নিখোঁজের ঘটনার মতো নারীর প্রতি সহিংসতা ক্রমে বেড়ে চলেছে। আমাদের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে শিশু ও নারী নির্যাতনের প্রকাশিত ঘটনা ছিল ৩ হাজার ৬৪৪টি। সেই সংখ্যা ২০২২-এ এসে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ২১০টিতে। পরিবার বা পরিবারের বাইরে কোথাও নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়নি এখনও। এর মধ্যে করোনা এবং তার পরবর্তীকালে কিশোরী ও কন্যাশিশুদের মধ্যে বাল্যবিয়ের হার উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে যায়। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রমের সুযোগ রাখার কারণে নারীর বিরুদ্ধে এ ধরনের বেআইনি অপরাধমূলক কাজ করে পরিবার, সমাজ সহজেই পার পেয়ে যায়। শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক সংস্কৃতিতে রক্ষণশীল মৌলবাদী এবং নারীর প্রতি বিদ্বেষ ও অসম্মানজনক ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশে সরকারের প্রশ্রয় অত্যন্ত স্পষ্ট।

একদিকে নারীর অধিকার রক্ষার ঘোষণা, অন্যদিকে তার বিপরীতধর্মী সংস্কৃতির সঙ্গে আপস-সরকারের এই দোদুল্যমানতার কারণে নারীর ক্ষমতায়ন যতটুকুই হয়েছে, তার সঙ্গে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়নে প্রত্যাশিত মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। নির্বাচনের সময় আসন্ন। রাজনৈতিক দল, বিশেষত ক্ষমতাসীন দল বরাবরের মতো সব নাগরিকের সঙ্গে নারীর অধিকারেরও অনেক অঙ্গীকার করবে। আমরা আশা করব ক্ষমতায় গিয়ে তারা একইভাবে তাদের নিজেদের করা অঙ্গীকার ভুলে যাবে না। বর্তমান সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে- কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না- নীতিসমৃদ্ধ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের নৈতিক দায় গ্রহণ করেছে। আমরা আশা করব সরকার সেই দায় সম্মানের সঙ্গে বহন করবে। আমাদের দাবি নারী থাকবে স্বাধীন, নিরাপদ এবং নির্যাতনমুক্ত- ২৪ ঘণ্টা, ঘরে-বাইরে।

তারুণ্যের মুক্তি মুক্তচিন্তায়

সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী

দেশ এগিয়ে চলছে প্রতিদিন; দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, শোষণ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে ১৬ কোটি মানুষকে এগিয়ে নিতে নিত্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা। যদিও আক্ষরিক অর্থে দেশে কোনো যুদ্ধ নেই। যারা বয়সে এখন তরুণ, বাঙালি জাতির ইতিহাসের সর্বোচ্চ গৌরবের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়নি তাদের; অথচ যুদ্ধের নেশায় তাদের তারুণ্য ছটফট করে প্রতিনিয়ত। কেননা, তাদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্ত মুক্ত চিন্তার আগামী গড়তে।

একটু ফিরে তাকালেই ইতিহাসের পাতা সাক্ষী দেয়, মুক্তিযুদ্ধে কেমন সাহসিকতায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল তরুণসমাজ। তারা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, গড়ে তুলেছে "মুজিব বাহিনী", ধ্বংস করেছে শত্রু শিবির, একের পর এক নস্যাৎ করেছে শত্রুদের সব পরিকল্পনা। তারও আগে ঊনসত্তরের ভাষা আন্দোলনে তরুণদের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও ভূমিকা পাল্টে দিয়েছে দাসত্বের ইতিহাস। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং তৎপরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশের নব্বই দশক পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলন - সংগ্রামে তরুণদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সর্বশেষ, মানবতাবিরোধী রাজাকারদের বিচারের দাবিতে শাহবাগ থেকে সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত গণজাগরণের ঢেউ পৌঁছে দেওয়ার অসীম সাহসের এক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল আমাদের তরুণরা। আজও দেশের কোথাও কোনো রাষ্ট্রবিরোধী, সাম্প্রদায়িক, নারীর প্রতি সহিংসতা বা মানবতাবিরোধী ঘটনা ঘটলেই সবার আগে এগিয়ে আসে এই তরুণ সমাজ, গড়ে তোলে সামাজিক প্রতিরোধ একটি যুক্তিবাদী, মুক্ত চিন্তার সমাজ গড়ে তুলতে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই তরুণ, যা সংখ্যায় প্রায় ৫ কোটি। দেশ গড়ায় প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে এই তরুণরাই ভূমিকা রেখে চলেছে সব ক্ষেত্রে, দেশে এবং বিদেশেও। শিক্ষায়, গবেষণায়, বিজ্ঞানচর্চায়, খেলাধুলায়, মেধা-মনন- সৃজনশীলতায় এ দেশের তরুণরা দেশের সীমানা পেরিয়ে এখন প্রশংসিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। খুব সাধারণ পরিবারে অনাদরে বেড়ে ওঠা একঝাঁক তরুণ এখন বিশ্বক্রিকেটের বিস্ময়। তরুণরাই এভারেস্ট জয়ের মাধ্যমে দেশকে নিয়ে গেছে অনন্য এক উচ্চতায়, বিভিন্ন অলিম্পিয়াডে সফলতার স্বাক্ষর রাখছে, খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে, এমনকি রাজনৈতিক নেতৃত্বেও উন্নত বিশ্বে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশের তরুণরা। অতি সম্প্রতি মার্কিন সাময়িকী ফোর্বসের তালিকায় নাম উঠে এসেছে বাংলাদেশের ৯ তরুণের। এশিয়ার ২২ দেশের সেরা ৩০০ তরুণ উদ্যোক্তার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে এই ৯ তরুণ। ব্যবসা, প্রযুক্তি, সামাজিক প্রভাব এবং রিটেইল ও ই-কমার্স ক্যাটাগরিতে এশিয়ার সেরা তরুণদের কাতারে উঠে এসেছে তারা। সব শেষের ঐতিহাসিক উদাহরণ, মেয়েদের ফুটবলে বাংলাদেশের নবজাগরণ। শুধু ফুটবলেই নয়, দেশের খেলাধুলা-সংস্কৃতি ও সামাজিক পদচারণায় মেয়েদের বাধা ভাঙার এক দৃষ্টান্ত তৈরি করে দিল সাবিনা, তৃষ্ণা, মার্জিয়া, মনিকাদের দল।

এসব অর্জন আমাদের আশাবাদী করে, সামনে চলার প্রেরণা জোগায়। কিন্তু বিপরীতে হতাশার চিত্রও কম নয়। হতাশার প্রধান কারণ বেকারত্ব, কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা, অন্যদিকে মৌলবাদী চিন্তা-চেতনায় সমাজকে আঁকড়ে ধরে রাখা। ২০১৬ সালে ইউরোপীয় ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) এক পরিসংখ্যানে দেখিয়েছে, বাংলাদেশে শতকরা ৪৭ ভাগ গ্র্যাজুয়েট হয় বেকার, না হয় যে কর্মে নিযুক্ত এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। প্রতি বছর বাংলাদেশে ২২ লাখ কর্মক্ষম মানুষ চাকরি বা কাজের বাজারে প্রবেশ করছে। এই বিশালসংখ্যক কর্মক্ষম মানুষের মাত্র ৭ শতাংশ কাজ পাচ্ছে অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বেকারের তালিকায় নাম লেখাচ্ছে। ফলে বেকারত্ব বাড়ছে, বাড়ছে হতাশা, বাড়ছে মাদকের প্রতি আকর্ষণ, অনৈতিক পথে আয়ের চেষ্টা, আবার একদল পা বাড়াচ্ছে জঙ্গিদের পথে। এ সংকট আমাদের একার নয়, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই দেখা যাচ্ছে তরুণরা যত বেশি পড়ালেখা করছে, তত বেশি বেকার থাকার ঝুঁকি বাড়ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) আঞ্চলিক কর্মসংস্থান নিয়ে এক প্রতিবেদনেও এ চিত্রই উঠে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৮টি দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ পাকিস্তানে, ১৬.৮ শতাংশ। বাংলাদেশে এই হার ১০.৭ শতাংশ, যা এ অঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে মোটা দাগে বলা যায়, এর জন্য দায়ী আমাদের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। তরুণদের ছোট একটি অংশ পেশাদারি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও বিশাল অংশটি তাদের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগের সুযোগ পাচ্ছে না। অন্যদিকে অল্প শিক্ষিতরা প্রবাসে পাড়ি জমাচ্ছে কাজের সন্ধানে অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে। শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শ্রমবাজারের এ সমীকরণ মেলানোর কথা যত না বলা হচ্ছে বাস্তবতায় তার প্রতিফলন নেই। মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাচ্ছে এবং দেশে আর ফিরছে না। পাচার হয়ে যাচ্ছে মেধা, মানবসম্পদ, আমাদের ভবিষ্যৎ-বিষয়টিকে আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করছি না। না করার কারণটিও একবারেই সুস্পষ্ট; আমাদের অধিকাংশ নীতিনির্ধারকরা সন্তানদের বিদেশে নিরাপদে রাখতেই স্বস্তি পান। নীতিনির্ধারক এবং রাজনীতিকদের এ মানসিকতার ফলে মেধাবী তরুণরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে চায় না। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে এ দেশের রাজনীতি যেভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে এগিয়েছে, সেখান থেকে ফিরতে যেমন সময় লাগবে, তেমনই প্রয়োজন হবে আমূল সংস্কার। রাজনীতিকদের সেটুকু সদিচ্ছা আছে বলে নিকট অতীতের ঘটনাবলি খুব একটা প্রমাণ করে না। এখনকার সচেতন তরুণরা নিজেরাই এগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে, ক্ষমতা ভোগ আর ভাগাভাগির দৃশ্য তারা চাক্ষুষ দেখে। ফলে এড়িয়ে যায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে। দুঃখজনক যে, নিজের ভোটটিও দেওয়ার আগ্রহ হয় না এখনকার অধিকাংশ তরুণদেরই। এর ফলে দেশের প্রতি তাদের মমত্ববোধ কমে যাচ্ছে। এই রাজনীতিবিমুখতা দেশকে এগিয়ে নিতে বড় ধরনের বাধা হয়ে দাঁড়াবে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তরুণদের আরেকটি অংশ অপরাজনীতির প্রভাবে জড়িয়ে পড়ছে জঙ্গিবাদী কার্যক্রমে। সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন ঘটনা, হলি আর্টিজানসহ নানা ঘটনা সমাজে যেমন একপ্রকার অস্থিরতা তৈরি করেছে, অন্যদিকে বিভ্রান্ত করছে তরুণ সমাজকে। কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়া, সাহিত্য-সংস্কৃতির অবাধ সুযোগ না থাকা, খেলাধুলা-বিনোদনের সুযোগ সীমিত হওয়ায় রাজনীতির দুষ্টচক্র খুব সহজেই তরুণদের ব্যবহার করতে পারছে। বৈশ্বিক অর্থনীতি, ভোগবাদী জীবনধারা এবং সংস্কৃতির আগ্রাসনে প্রগতিশীল রাজনীতি আগের মতো সক্রিয় বা গঠনমূলকও নেই যে তরুণদের আকৃষ্ট করবে।

বিজ্ঞানমুখী, প্রযুক্তিমুখী, কর্মমুখী, উৎপাদনমুখী জাতি গঠনে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করার এখনই সময়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের যে আয়োজন শুরু হয়েছে সে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে আমাদের তরুণদেরই প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু আমাদের কঠিন বাস্তবতা ভুলে গেলে চলবে না। তরুণদের গড়ে তুলতে ঢেলে সাজাতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। বহু ধারার শিক্ষাকে একমুখী শিক্ষায় এনে কিশোর বয়স থেকেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞানে আমাদের আগামী প্রজন্মকে গড়ে তুলে এবং সে অনুসারে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযোগী বিজ্ঞানাগার এবং তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সহশিক্ষা কার্যক্রমকে উৎসাহ দিতে স্কুল- কলেজে বিজ্ঞান ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব ইত্যাদি আবশ্যক ঘোষণা করে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় বিজ্ঞান মেলা, সাংস্কৃতিক সপ্তাহ, বিতর্ক উৎসব ইত্যাদির চর্চা নিয়মিত রাখতে হবে। এসব কিছু সুনিপুণ পরিকল্পনা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সদিচ্ছা ছাড়া হওয়ারও নয়। যুক্তি ও মুক্তচিন্তার আলো অনেক বিস্তৃত হবে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। আমাদের আরও মনে রাখতে হবে, বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিচ্ছেন, এখন আমাদের যে প্রায় ৩০ শতাংশ তরুণ রয়েছে ২০৫০ সাল নাগাদ তা ১০ থেকে ১৯ শতাংশে নেমে আসবে। তাই আজকে আমাদের সামনে যে সুযোগ রয়েছে, তা আজকেই কাজে লাগাতে হবে। বিশাল এ কর্মক্ষম, দেশপ্রেমী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বলীয়ান, উদ্যমী তরুণ প্রজন্মকে সঠিক শিক্ষা, সংস্কৃতি ও নির্দেশনার মাধ্যমে দেশ গড়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের মূল্যায়ন করতে হবে যথাযথভাবে, সুযোগ দিতে হবে তাদের মেধা বিকাশের, মুক্ত চিন্তার, তাদের বসাতে হবে যোগ্যতর স্থানে। রাষ্ট্রযন্ত্রের সব অংশকে তরুণদের উপযোগী ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে। একক কোনো মৌলবাদী চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান- ধারণার দ্বারা তাদের আটকে রাখা যাবে না। উন্মুক্ত বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের চলার পথ মসৃণ করে দিতে হবে।

পাস করেই একমাত্র লক্ষ্য চাকরি- এ ধারণা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। কর্মসংস্থান মানেই শুধু চাকরি নয়। এ জন্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক উদ্যোগ ও উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে। প্রযুক্তি, কৃষি, নবায়নযোগ্য শক্তি, যোগাযোগ, সেবা, পোশাক শিল্প, চামড়া শিল্প, খাদ্য সব ক্ষেত্রেই দেশের বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারি বিনিয়োগ, সহযোগিতা, কর-অবকাশ, উদ্যোক্তাবান্ধব পরিবেশ ইত্যাদি নিশ্চিত করতে পারলে তরুণরা অবশ্যই আকৃষ্ট হবে। বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা এবং একতাবদ্ধতা নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো। প্রত্যন্ত অঞ্চলের লাখ লাখ দক্ষ নারী এখন সম্পদে পরিণত হয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষণা পেলেই তারা দেশের এবং বিদেশের বাজারের উপযোগী পণ্য সম্ভারে সাজিয়ে দিতে পারবে দেশটাকে। সামাজিক উদ্যোগে তরুণদের দক্ষতা ইতোমধ্যে বিভিন্ন খাতে এবং বিশেষ করে ই-কমার্স পরিচালনায় প্রশংসিত হয়েছে। এসব কাজে সরকারকে নিয়ন্ত্রক নয়, সহায়ক হিসেবে পাশে থাকতে হবে, নারীবান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সমূলে উৎপাটন করতে হবে সব অপশক্তিকে। তরুণরা সত্য জানে, সত্য জানতে চায়, তারা যুক্তিবাদী, যুক্তি দিয়ে প্রতিটি ঘটনার কারণ জানতে চায়। যুক্তি দিয়ে প্রচলিত বিশ্বাসের রহস্য উদ্ঘাটন করতে চায়। যে কোনো দেশের বা সমাজের প্রাণশক্তি তারা। তরুণরা স্বপ্ন দেখতে জানে, আর সে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার চ্যালেঞ্জ নিতেও পিছপা হয় না। স্বাধীনতার ৫০ বছরে দাঁড়িয়ে দেশ নিয়ে হতাশার কথা বলা শোভা পায় না। দল- মত নির্বিশেষে দেশকে গড়াই এখন আমাদের সবার চিন্তা ও চেতনা হওয়া উচিত। তরুণদের অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা যদি আমাদের পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, দীর্ঘমেয়াদি স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি, তার সুফল শুধু তরুণরা নয়, গোটা জাতি ভোগ করবে এবং সে সুফল অবশ্যই টেকসই হবে।

আমাদের সবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, দূরদর্শিতা, সহযোগিতা, বিনিয়োগ, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং দেশপ্রেমের মাধ্যমে নতুন করে এ দেশটাকে গড়ে তুলতে পারি, যেখানে তরুণরা মাঝি হয়ে উন্নয়নের নৌকায় আমাদের নিয়ে যাবে নিরাপদ কোনো গন্তব্যে; যুক্তি ও মুক্তচিন্তার এক আগামী তারাই গড়ে তুলবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুড়িমারী স্থলবন্দর পরিদর্শনে ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার

মনির হোসেন ঢাকা ৬ মে: বাংলাদেশের লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর পরিদর্শন করলেন ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার শ্রী মনোজ কুমার। শনিবার দুপুরে বুড়িমারী স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের হলরুমে ব্যবসায়ী ও বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন তিনি। মতবিনিময় সভায় বুড়িমারী স্থলবন্দরের ব্যবসীয়দের বাণিজ্যিক ভিসা সহজকরণ, বন্দরে উভয় দেশে চোরাচালান ও স্বচ্ছ ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে স্ক্যানার মেশিন বসানো, স্থলবন্দরের ওপারে ভারতে চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের পুলিশ অভিবাসন কেন্দ্রে যাত্রী হয়রানি বন্ধকরণসহ দ্রুত পাসপোর্ট যাত্রীদের সেবা দেওয়া, রেলপথ যোগাযোগ উন্নয়ন, মাল্টিপল ভিসা দ্রুত দেওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার শ্রী মনোজ কুমার বিষয় সমুহ যথাযথভাবে সমাধানের আশ্বাস দেন। পরে তিনি বুড়িমারী জিরো পয়েন্ট পরিদর্শন করেন। ওপারে ভারতীতের চেংরাবান্ধা স্থবন্দরের কাস্টমসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও পুলিশ কমকর্তারা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। পরে বিএসএফ চ্যাংরাবান্ধা ক্যাম্পের সামনে ভারতীয় ব্যবসায়ী ও কাস্টমস, পুলিশ কর্মকতার্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

বুড়িমারী স্থলবন্দর আমদানি ও রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি ও পাটগ্রাম উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান রুহুল আমীন বাবুলের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন বুড়িমারী স্থল শুল্ক স্টেশন কাস্টমসের ডেপুটি কমিশনার বিল্লাল হোসেন, পাটগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান, লালমনিরহাটের সহকারী পুলিশ সুপার (বি সার্কেলের) ফরহাদ ইমরুল কায়েস, স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সহকারী পরিচালক ট্রাফিক গিয়াস উদ্দিন, পাটগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওমর ফারুক, বুড়িমারী ইমিগ্রেশন পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মুর হাসান কবির, বুড়িমারী সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি সায়েদুজ্জামান সায়েদ, চেম্বার অ্যান্ড কর্মাসের সদস্য হুমায়ূন কবির সওদাগর প্রমুখ। বিকেলে পাটগ্রাম উপজেলার পাটেশ্বরী মন্দির ও বাউরা সার্বজনীন মহাশ্মশানস্থ শিব মন্দির পরিদর্শন করেন ভারতীয় সহকারী হাই কমিশনার শ্রী মনোজ কুমার। এ সময় তিনি বাউরা সার্বজনীন মহাশ্মশানস্থ শিব মন্দির প্রাঙ্গণে একটি লন্ডন পাইন গাছ রোপণ করেন।

রাজৌরিতে এনকাউন্টারে নিকেশ এক জঙ্গি

রাজৌরি, ৬ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে ২৪ ঘন্টারও বেশি সময়ের এনকাউন্টারে খতম হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদী। এছাড়াও একজন জঙ্গি সম্ভবত আহত হয়েছে। শনিবার সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। পুলিশ, সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ ও অন্যান্য সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে অভিযান চালাচ্ছে ৯ প্যারা স্পেশাল ফোর্সও। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, শনিবার সকাল থেকে রাজৌরির কান্দি অরণ্যে অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয় ওই এলাকা। পরে এনকাউন্টারে এক সন্ত্রাসবাদী নিরস্ত্র হয়েছে। নিহত জঙ্গির নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, শনিবারই জম্মুতে পৌঁছেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শুক্রবার নিহত ৫ জওয়ানকে তিনি শ্রদ্ধা জানাবেন। সুরক্ষা বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

জঙ্গিদের গুলিতে সিদ্ধান্ত ছেত্রীর মৃত্যু, শোক মমতার

কলকাতা, ৬ মে (হি. স.) : রাজৌরিতে জঙ্গিদের গুলিতে মৃত বছর পঁচিশের সিদ্ধান্ত ছেত্রীর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী শনিবার টুইটারে লিখেছেন, “এটা জেনে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছি যে আমাদের দার্জিলিং এর বিজনবাড়ির একজন ২৫ বছরের তরুণ জওয়ান সিদ্ধান্ত ছেত্রী ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাঁচ মৃত বীর সৈনিকের মধ্যে রয়েছেন। তাঁরা গতকাল জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে একটি বিশেষ অভিযানে সন্ত্রাসীদের সাথে লড়াইয়ের সময় প্রাণ হারিয়েছেন। আমাদের দেশপ্রেমিক জওয়ানরা সন্ত্রাসীদের নিস্ক্রিয় করার জন্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। জওয়ানদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ কখনোই ভোলা যাবে না। আমি সিদ্ধান্ত ছেত্রী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিকরা, গতকাল যাঁরা তাদের জীবন হারিয়েছেন, তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।”

মাত্র দু'মাস আগে বিয়ে করেন সিদ্ধান্ত। ছুটি কাটিয়ে একুশ দিন আগে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। নতুন স্ত্রীকে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবারও ফিরবেন বাড়িতে। কথা রাখতে পারলেন না দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ির সিদ্ধান্ত ছেত্রী। তার আগে শুক্রবার জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেল তাঁর দেহ। দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়িতেই জন্ম সিদ্ধান্ত ছেত্রীর। সেখানেই বেড়ে ওঠা। ছোট থেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন দেখতেন সিদ্ধান্ত। স্বপ্ন সত্যি হয় ২০১৯ সালে। সে বছরই সেনাবাহিনীতে যোগ দেন সিদ্ধান্ত। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পদোন্নতি হয়। ২০২১ সালে প্যারা এসএফে নিযুক্ত হন। কর্মজীবনে কিছুটা থিতু হওয়ার পর দাম্পত্য জীবনে পা রাখেন সিদ্ধান্ত। মাত্র দু'মাস আগে বিয়ে হয় তাঁর। গত ১৪ এপ্রিল ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দেন। সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফের ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরবেন। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ফোনে কথাও হয়। সে সময়ও জানিয়েছিলেন একই কথা।

রাজৌরিতে শহীদ জওয়ানদের চোখের জলে বিদায়

শ্রীনগর, ৬ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় এক লস্কর-ই-তৈবা সন্ত্রাসবাদীকে নিরস্ত্র করেছে সুরক্ষা বাহিনী। শনিবার উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লার জেলার কারহামা কুঞ্জের এলাকায় নিকেশ হয়েছে একজন লস্কর জঙ্গি। বারামুল্লার এসএসপি আমোদ অশোক নাগপুরে বলেছেন, কিছু সন্দেহজনক গতিবিধির খবর পাওয়া যায়। এরপর কারহামা কুঞ্জের এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছিল, সেই সময় আমাদের লক্ষ্য করে জঙ্গিরা গুলি চালায়। পাল্টা গুলিতে এলইটি-র একজন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। বারামুল্লার এসএসপি আমোদ অশোক নাগপুরে জোর দিয়ে বলেছেন, 'জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনকে সামনে রেখে আমাদের বাহিনী সতর্ক রয়েছে এবং জি-টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলন সফলভাবে আয়োজন করা হবে।' ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে, বারামুল্লা এনকাউন্টারে এক লস্কর জঙ্গি নিহত হয়েছে, সম্ভবত একজন জঙ্গি আহত হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে একটি একে ৫৬ রাইফেল, চারটি একে রাইফেলের ম্যাগাজিন, একে রাইফেলের ৫৬ রাউন্ড গুলি, একটি ৯ এমএম ম্যাগাজিন-সহ পিস্তল, তিনটি গ্রেনেড উদ্ধার হয়েছে। বারামুল্লায় নিহত লস্কর জঙ্গির নাম-আবিদ ওয়ানি। ওই জঙ্গি কুলগামের ইয়ারহোল বাবাপোরার বাসিন্দা।

অন্যদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় শনিবার দ্বিতীয় দিনে পড়ল এনকাউন্টার। রাজৌরিতে শুক্রবারই সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারান ৫ জন জওয়ান। জঙ্গিদের এখনও ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী।রাজৌরিতে শহীদ জওয়ানদের শনিবার চোখের জলে বিদায় জানানো হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপ-রাজ্যপাল মনোজ সিনহা। সূত্রের খবর, শনিবারই রাজৌরিতে আসছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং।

ডিএ-আন্দোলনের শততম দিনে প্রতীকী মৃতদেহ নিয়ে রাজপথে মিছিল আন্দোলনকারীদের

কলকাতা, ৬ মে (হি. স.) : শনিবার দুপুরে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে যায় ডিএ আন্দোলনকারীদের মিছিল। প্রতীকী মৃতদেহ নিয়ে রাজপথে মিছিল হয় আন্দোলনকারীদের।

বকেয়া ডিএ বা মহার্ঘ ভাতার দাবিতে শনিবার কলকাতায় মিছিল হয় সরকারি কর্মীদের একাংশের। দক্ষিণ কলকাতার হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে মিছিল এগোয়। ওই রাস্তাতেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। সাংসদের বাড়ির সামনে দিয়ে মিছিল এগোয়। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

ডিএ আন্দোলনের শততম দিনে সরকারি কর্মীদের একাংশ মিছিল কলকাতায়। দক্ষিণ কলকাতার হাজরা মোড় থেকে দুপুর ১টায় মিছিল শুরু হয়। মিছিলে যোগ দিতে বিভিন্ন জেলা থেকে বাসে করে কলকাতায় আসেন সরকারি কর্মীরা। গান-স্লোগানে মুখরিত হয় হাজরা চত্বর। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেয় সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। শান্তি রক্ষা-সহ কিছু শর্তে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে এই মিছিলের অনুমতি দেয় কলকাতা হাই কোর্ট। ডিএ মামলা এখনও সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। শীর্ষ আদালতে মামলা ঝুলে রয়েছে। ডিএ-র দাবিতে অতীতে কর্মবিরতি পালন করেছেন সরকারি কর্মীদের একাংশ। আবার 'ডিজিটাল অসহযোহিতা'র পথেও হেঁটেছিলেন তাঁরা। এ বার কলকাতার রাজপথে মিছিল করেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, ডিএ-র দাবিতে শহিদ মিনারের নীচে অবস্থান করছেন সরকারি কর্মীদের একাংশ। সেই আন্দোলনের ১০০ তম দিন শনিবার। মিছিলের জেরে কলকাতার একাংশে যানজট হয়। মিছিল ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। মিছিলে অশান্তি বাধানো হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন ডিএ আন্দোলনকারীদের একাংশ। এক আন্দোলনকারী বলেছেন, “আশঙ্কা করছিলাম লোকজন ঢুকে অশান্তি করতে পারে। পুলিশকে জানিয়েছিলাম। কোনও প্ররোচনায় পা না দিতে আমরাও সতর্ক ছিলাম। আমাদের থেকে কোনও প্ররোচনা ছিল না। সুশৃঙ্খল ভাবে মিছিল করি।”

আদালতে আইনজীবীর মৃত্যু

আসানসোল, ৬ মে (হি. স.) : সুপ্রিম কোর্ট থেকে সাময়িক রক্ষাকবচ পেয়েছিলেন গরু পাচার মামলায় অভিযুক্ত শেখ আব্দুল লতিফ। সেই নির্দেশের রেশ ধরে আসানসোল সিবিআই আদালত থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্ত রয়েছেন লতিফ। শনিবার আদালতে হাজিরা দেন তিনি। কিন্তু আসানসোল আদালতে আইনজীবীর মৃত্যুতে শোকপালন। তাই নতুন করে শুনানি হল না আব্দুল লতিফের।

শনিবার কোনও পক্ষের আইনজীবীই উপস্থিত ছিলেন না। ফলে যে রায় দেওয়া হয়েছিল ২৭ এপ্রিল তাই বহাল থাকল এদিনও। পরবর্তী শুনানি ৮ মে। গত ২৭ এপ্রিল তিনি আসানসোল এসেছিলেন। ওইদিন জামিন পান। পরবর্তী শুনানি ছিল ৬ মে অর্থাৎ শনিবার। সেই মতো সকাল ৬ টার আগেই লতিফ দলবল নিয়ে আদালতে ঢুকে পড়েন। মুখে দাড়ি। মাস্ক লাগিয়ে শনিবার আদালতে ঢোকেন তিনি।

গত ২৭ এপ্রিল গরু পাচার মামলার তদন্তকারী আধিকারিক সুশান্ত ভট্টাচার্য্য বিচারককে জানান তাঁরা লতিফকে আগেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান এবং সহযোগিতা আশা করবেন। লতিফের আইনজীবী ওইদিন বলেন, “আমরা তো সহযোগিতা করতেই রাজি। প্রয়োজনে এখন থেকেই সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন বা সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারেন।”

দু'পক্ষের আইনজীবীদের সওয়াল জবাবের পর বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী ৬ মে পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেন। বিচারক নির্দেশ দেন ৩ দিন পরপর তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। এই সময় গরু পাচার-সহ কোনও অসামাজিক কার্যকলাপের যেন তার নাম না জুড়ে। শুনানি শেষে শর্তসাপেক্ষে ১৫ হাজার টাকা জমা রাখার বিনিময়ে জামিন পান আব্দুল লতিফ।

করোনা আর 'আপতকালীন স্বাস্থ্য বিপর্যয়' নয়, ঘোষণা হুয়ে'র

জেনেভা, ৬ মে (হি.স): দীর্ঘ লড়াইয়ের পর করোনাকালীন জরুরি অবস্থার সমাপ্তি ঘোষণা করল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। ডব্লিউএইচও জানিয়ে দিল-করোনা মহামারি আর 'আপতকালীন স্বাস্থ্য বিপর্যয়' নয়। ডব্লিউএইচও জানিয়েছে, করোনায় বিগত কয়েক বছরে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এটি বিশ্ব অর্থনীতিকে তছনছ করেছে, বহু মানব গোষ্ঠীকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তবে এখন থেকে করোনা আর বিশ্ব স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থার অন্তর্ভূক্ত নয়। যদিও এর পরেও করোনার অস্তিত্ব থাকবে বলে উল্লেখ করেছে সংস্থাটি। তবে তার জেরে ভয়াবহ কিছু হওয়ার আশঙ্কা আর নেই। ডব্লিউএইচও প্রধান টেড্রস গ্যাবরিয়েসাস এদিন বলেন, 'বড় আশার সঙ্গে আমি করোনা ঘিরে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থার সমাপ্তি ঘোষণা করছি।' সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, তবে এই জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়া মানে ঝুঁকি কমে যাওয়া বা আশঙ্কা কমে যাওয়া নয়। বড় কোনও আপতকালীন পরিস্থিতি আর তৈরি না করলেও, করোনা থেকেই যাচ্ছে। যদিও এর জেরে ভয়াবহ কিছু হওয়ার আশঙ্কা আর নেই। গ্যাবরিয়েসাস বলেন, 'করোনা বিশ্বকে পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমাদেরও পাল্টে দিয়েছে। আর এর শেষটা এভাবেই হয়েছে।' উল্লেখ্য, ২০২০ সাল থেকে ২০২৩ সালের শুরুর দিক পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয় এই মহামারিটি। যদিও করোনা মহামারির উদ্ভব কোথায় এবং কিভাবে হয়, তা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। তবে ২০২০ সালের ৩০ জানুয়ারি এই ভাইরাসকে আপতকালীন স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের তকমা দেয় ডব্লিউএইচও। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যান বলছে, গত ৩ বছরে প্রায় ৭০ লাখ মানুষের প্রাণ কেড়েছে করোনা ভাইরাস। মূলত টিকাকরণের মাধ্যমেই করোনা নিয়ন্ত্রণে আনা গেছে বলে দাবি করেছে ডব্লিউএইচও। এ বিষয়ে সংস্থাটির তরফে এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানানো হয়, ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত যেখানে বিশ্বে প্রতিদিন এক লাখ মানুষ করোনায় মারা যেতেন, সেখানে চলতি বছরের ২৪ এপ্রিলে প্রতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ৩৫০০-তে।

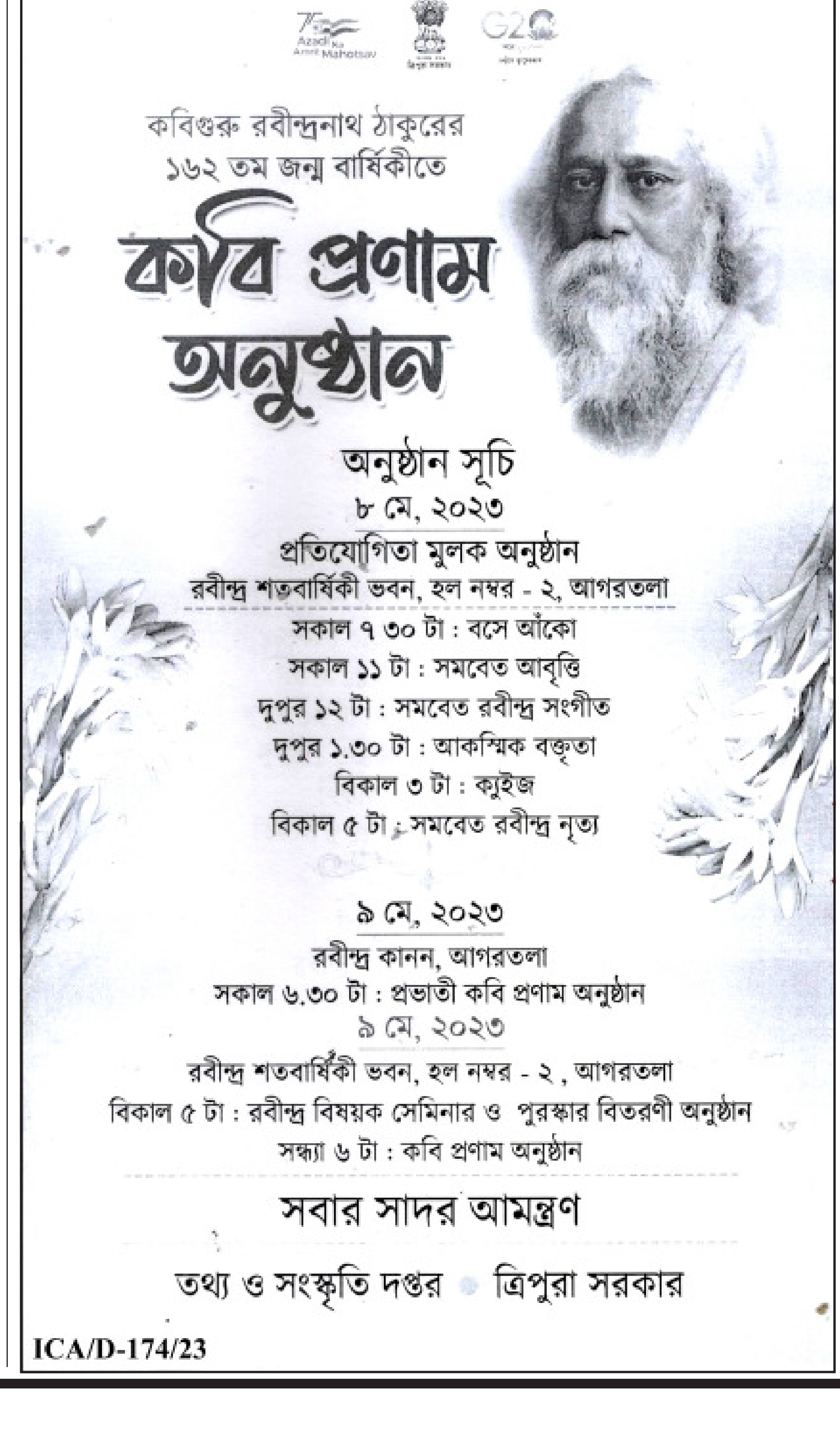

শিলিগুড়িতে পথ দুর্ঘটনায় চালকের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৬ মে (হি. স.) :শিলিগুড়ির নকশালবাড়ির বেঙ্গাইজোটে এশিয়ান হাইওয়ে-২-এ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চার চাকা গাড়ির চালকের। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম বাবলু সিং (৩২), তিনি পানিটাঙ্কির বাসিন্দা। খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। গাড়ির চালক শিলিগুড়ি থেকে তার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। তখনই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে-২ এ দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই গাড়ির চালকের মৃত্যু হয়।

মধ্যপ্রদেশ: প্রাক্তন মন্ত্রী দীপক জোশী ও প্রাক্তন বিধায়ক বাঘেল যোগ দিলেন কংগ্রেসে

ভোপাল, ৬ মে (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রয়াত কৈলাশ জোশীর ছেলে প্রাক্তন মন্ত্রী দীপক জোশী ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। শনিবার তিনি ভোপালের সরকারি বাসভবন বি-৩০, ৭৪ বাংলো থেকে বাবা কৈলাশ জোশীর ছবি নিয়ে রাজ্য কংগ্রেস অফিসে (পিসিসি) পৌঁছান। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি কমল নাথের উপস্থিতিতে কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। দীপক জোশীর সাথে প্রবীণ বিজেপি নেতা রাধেলাল বাঘেলও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি কমলনাথও বাঘেলকে কংগ্রেস দলের সদস্যপদ দিয়েছেন।

প্রাক্তন মন্ত্রী দীপক জোশী এবং বিজেপি বিধায়ক বাঘেলের একসঙ্গে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া বিজেপির জন্য একটি বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। নির্বাচনের বছরে বিরোধী দলের দুই বড় ও অভিজ্ঞ নেতার হাত ধরা ক্ষমতাসীন দলের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। অন্যদিকে, আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস তার সুফল পাবে।

কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর প্রাক্তন মন্ত্রী দীপক জোশী বলেছিলেন, বিজেপি কোথাও জনসংঘের আদর্শকে ধ্বংস করেছে। আমি দেওয়াসের কোনো আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব না, দল চাইলে বুধনি থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বয়স ৩০ এর আগে নারীদের বেশি করে ক্যালসিয়াম যুক্ত খাবার কেন খেতে হবে?

হাড় আমাদের সকলের শরীরের কাঠামো। এই অংশে সমস্যা হলে আমাদের শরীরেও সমস্যা দেখা দেয়। চলাচলেও তৈরি হয় সমস্যা। সুতরাং বয়সের সাথে সাথে আমাদের শরীরের হাড়ের যত্ন নেওয়া জরুরী। এ জন্য আপনার শরীরের ক্যালসিয়ামের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

ক্যালসিয়াম হাড়কে শক্তিশালী রাখে? আমাদের শরীরের হাড়গুলো ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ের অন্যতম স্থান। অনেকেই বুঝতে পারেনা আমাদের শরীরে পুরাতন হাড় ভেঙ্গে নতুন হাড় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এই পুরো কাজটি ক্যালসিয়ামের উপর নির্ভর করে। ক্যালসিয়ামের সঠিক মাত্রা আমাদের হাড়কে সুস্থ রাখে। হাড়ের ভর মূলত ক্যালসিয়াম সহ আমাদের হাড়ের বিভিন্ন খনিজগুলির স্তরকে বোঝায়। আপনার শরীরের হাড়ের ভর কেমন হবে তা জীবনের প্রথম পর্যায়ে নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৩০ বছর উপযুক্ত সময়। কারণ হাড় গঠনের উপযুক্ত সময় এইটা।

পুরুষদের তুলনায় নারীরা বেশি আক্রান্ত হয়: প্রথম থেকেই পুরুষদের তুলনায় নারীর হাড়ের টিস্যুর পরিমাণ কম। এতে করে নারীর ক্যালসিয়াম শোষণ কম। মনোপজের পরে এ সমস্যা আরো বেড়ে যায়। এছাড়া অনেক নারীর থাইরয়েডের সমস্যা থাকে যা থেকে হাড়ের সমস্যা তৈরি হয়। অনেক সময় ভারী ব্যাগ তোলা বা আরো অন্যান্য কারণে হাড়ের সমস্যা হতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে আজীবন এই সমস্যা বয়ে বেড়ানো লাগতে পারে। তবে যা করতে হবে ৩০ এর মধ্যে। ৩০ এর পরে করলে তেমন কোন কাজ হবে না।

বিশেষত নারীদের তিনটি কারণে ক্যালসিয়ামের মাত্রা ঠিক রাখা উচিত। ব্যাথা কমাতে, ভবিষ্যতএ ভালো থাকার জন্য,জীবনে গতিশীলতা আনতে এখন কথা হলো আমাদের শরীরে আপনা আপনি ক্যালসিয়াম তৈরি হয় না। দুইটি মাধ্যম দিয়ে শরীরে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে হবে। খাবারের মাধ্যমে,ক্যালসিয়ামের মাধ্যমে নিয়ম মেনে কয়েকটি খাবার খেলে আপনি আপনার শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা বাড়াতে পারবেন। দুধ,পনির, বাটার,সবুজ শাক যেমন পালং শাক,চিয়া সিডস,ডাল,মাছ বিশেষত স্যালমন,আলমন্ড

সুতরাং, আপনার হাড় সুস্থ রাখতে এই খাবারগুলো গ্রহণ করুন। একই সাথে, সূর্য থেকে ভিটামিন ডি গ্রহণ করতে ভুলবেন না।

ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছেন না?

বেশিরভাগ মানুষই ওজন কমানোর চেষ্টা করে থাকেন, কিন্তু আবার এমন অনেকেই আছেন যারা ক্রমাগত ওজন বাড়ানোর চেষ্টা করে চলেছেন, তবে পারছেন না। দুশ্চিন্তা, বংশগত কারণ, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, অনিয়মিত খাবার খাওয়া, শারীরিক অসুস্থতাসহ অনেক কারণেই শরীরের যথাযথ ওজন বৃদ্ধি হয় না। অতিরিক্ত ওজন যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনি ওজন কম থাকলেও তা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়।

তাই স্বাস্থ্যকর জীবন কাটানোর জন্য সঠিক ওজন অত্যন্ত জরুরি। ওজন বৃদ্ধি করতে চাইলে পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করা দরকার। তবে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে ওজন বৃদ্ধি করতে অতিরিক্ত তেল, ঝাল, মশলা জাতীয় খাবার এড়িয়ে চলাই ভালো। কয়েকটি সহজ পদ্ধতি মেনে চললে খুব সহজেই শরীরের ওজন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

শুকনো খেজুর ভিটামিন এ, সি, ই, কে, বি২, বি৬ এবং থায়ামিন সমৃদ্ধ, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও, শুকনো খেজুর প্রোটিন, শর্করা এবং শক্তির দুর্দান্ত উৎস। এটি অতিরিক্ত ওজন বৃদ্ধি ছাড়াই পর্যাপ্ত পরিমাণে পেশী তৈরিতে সহায়তা করে। তবে ওজন বৃদ্ধির জন্য এক গ্লাস দুধের সাথে যদি শুকনো খেজুর খেতে পারেন, তাহলে এক মাসের মধ্যেই ফল পাবেন হাতেনাতে! এক চামচ ঘিয়ের সাথে এক চামচ চিনি মিশ্রিত করুন। তারপর এই মিশ্রণটি প্রতিদিন মধ্যাহ্নভোজ বা রাতের খাবারের ঠিক আধাঘণ্টা আগে খালিপেটে সেবন করুন। টানা এক মাস এই মিশ্রণটির সেবন আপনাকে পছন্দসই ফল দিতে পারে। একটি করে পাকা আম এক গ্লাস গরম দুধের সাথে সেবন করুন। আমে পর্যাপ্ত পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, চিনি এবং প্রোটিন থাকে, যা

দেহের ওজন বৃদ্ধিতে অত্যন্ত সহায়ক। রাতের ঘুম যতটা গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি ওজন বাড়ানোর ক্ষেত্রে দুপুরের ঘুমও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার পর কমপক্ষে ৪৫ মিনিট থেকে ১ ঘণ্টা ঘুমোলে মন এবং পেশীগুলি শান্ত হয়। দুপুরের ঘুম যে কেবলমাত্র ওজন বৃদ্ধি করতে সহায়ক তা নয়, রাতের ঘুম ভালো হতেও সাহায্য করে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় বা সকালের খাবারে পিনাট বাটার অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন। এটি ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন, খনিজ এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ। এছাড়া, পিনাট বাটারে ক্যালোরি মাত্রা উচ্চ হওয়ায়, দ্রুত ওজন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দুর্দান্ত কাজ করে। এছাড়া, ওজন বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিনের ডায়েটে কয়েকটি চিনাবাদামও রাখুন। ওজন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আলু দুর্দান্ত কাজ করে। আলুতে কার্বোহাইড্রেট ভরা থাকে। তরকারি হোক কিংবা মাখনের সাথে বেক বা গ্রিল করে আলু খেতে পারেন। চাইলে মাঝেমধ্যে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইও খেতে পারেন।

ডায়াবেটিস রোধে ম্যাজিকের মত কাজ করবে এসব খাবার

ডায়াবেটিস এখন একটি কমন রোগ। ঘরে ঘরে মিলছে এই রোগী। তবে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি ইচ্ছে করলেই এই রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন শুধু খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণ ও ব্যায়ামের মাধ্যমে।

বিশেষজ্ঞদের মত, ডায়াবেটিসের প্রথম পর্যায়ে তা পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব। যদি নিয়ম মেনে চলা যায় তাহলে নাকি মাত্র ৩০ দিনের মধ্যে কোনো ওষুধ ছাড়াই ডায়াবেটিসকে মাত করে দেয়া সম্ভব।

কিছু ফল ও খাদ্য উপাদান রয়েছে যা শরীরে ইনসুলিনের উতাদন নিয়ন্ত্রণ করে শরীরে শর্করার পরিমাণ নামাতে সাহায্য করে। এই খাবারগুলো তারাও খেতে পারেন যাদের এখনো ডায়াবেটিস না হলেও পরিবারের সদস্যদের যদি ডায়াবেটিস আছে।

তাহলে আসুন দেখে নেয়া যাক সেই ১০ ম্যাজিক খাবার যা মাত্র ৩০ দিনে ডায়াবেটিসকে দেবে বাজিমাত।

গাজর: গাজরে বেটা ক্যারোটিন আছে। যা শরীরে ইনসুলিনের উদ্দীপন নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়মিত খাওয়া গেলে মাত্র ৩০ দিনে ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

মাছ: মাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা ৩ থাকে। যা শরীরের ইনসুলিনের উতাদন কম করে। সপ্তাহে দুই দিন করে খেলেই যথেষ্ট।

অলিভ অয়েল: অলিভ অয়েলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট রয়েছে, যা শরীরের পক্ষে ভাল। শরীরে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। নিয়মিত অলিভ অয়েল খেলে শরীরে শর্করার পরিমান কমতে থাকে।

পাউরুটি: সাদা পাউরুটি অর্থাতযেটা ময়দা দিয়ে তৈরি হয় তা একেবারেই শরীরের উপযোগী নয়। তাই এই ধরনের পাউরুটিকে না বলুন। কিন্তু মাল্টি গ্রেন পাউরুটিতে হজমে কোনো সমস্যা হয় না। পাশাপাশি এতে ক্যালোরির পরিমাণও কম। যার ফলে আপনার ওজনও বাড়ে না এবং ডায়াবেটিসের সম্ভাবনাও কমে।

কমলালেবু: সপ্তাহে দুই দিন যদি কমলালেবু খেতে পারেন তাহলে মাত্র ৩০ দিনেই ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি পেতে পারেন। এতে প্রচুর পরিমাণে ফটোনিউট্রিয়েন্ট থাকে। যা ডায়াবেটিস কমাতে সাহায্য করে।

আমন্ড: আমন্ড হল ডায়াবেটিস রোগীদের প্রিয়বন্ধু। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ও প্রোটিন রয়েছে। আমন্ড যদি প্রত্যেকদিন দুটি করেও খাওয়া যায় তাহলে ৩০ দিনেই হাতে নাতে ফল পাবেন।

গ্রিন টি: ক্যাটেচিন, ট্যানিন রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। আর গ্রিন টি এই উপাদানগুলোতে ভর্তি। দিনে দুইবার করে গ্রিন টি পান করুন। যদি ৩০ দিনে ডায়াবেটিসের হাত থেকে মুক্তি চান তাহলে এই সহজ উপায়টি অত্যন্ত উপযোগী।

বিনস: বিনস ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। কারণ একে একাধিক ধরনের ফটোনিউট্রিয়েন্ট থাকে যা শরীরের শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

আপেল: আপেল শরীরে শর্করার পরিমাণেক আচমকা উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রণ করে রক্তে শর্করার পরিমাণে স্থিতি আনতে সাহায্য করে। প্রত্যেকদিন একটা করে আপেল খান। ওটস ওটস পেটের মধ্যে উতাদিত পাচক উতেচক ও যে খাবার আমরা খাচ্ছি তার শর্করাজাত উপাদানের মধ্যে সেতু তৈরি করে। এর ফলে শরীরে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক হয়।

প্রতিদিন সাইকেল চালানোর ভালো দিকগুলো সম্পর্কে জেনেনিন

গবেষণাও বলছে, শরীরচর্চায় "সাইক্লিং"য়ের জুড়ি মেলা ভার। আসুন জেনে নেই সাইক্লিংয়ের উপকারিতা:

১. সময় ও টাকা বাঁচায়

সাইকেল তরুণ প্রজন্মের বিশেষ পছন্দের বাহন। পরিবেশবান্ধব এবং জ্যামের মধ্যে সর্পিল গতিতে এঁকেবেঁকে যাওয়ার সুবিধায় সাইক্লিংয়ের জনপ্রিয়তা দিনে দিনে ঊর্ধ্বমুখী।

বিশেষ করে ঢাকার রাস্তায় অফিসে যাতায়াতের জন্যও বাড়ছে সাইকেলের ব্যবহার। এতে যেমন শরীরচর্চা হচ্ছে, তেমনি ঢাকা শহরটাকে দূষণের হাত থেকেও কিছুটা বাঁচানো যাচ্ছে আর জ্বালানি খরচ না থাকায় পকেটের পয়সাও বাঁচছে।

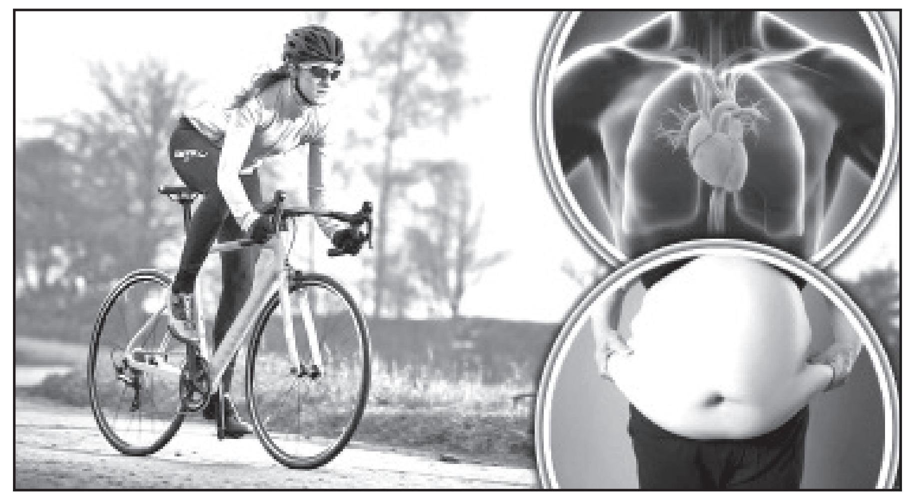

২.ফিটনেস বান্ধব

উচ্চরক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেও "সাইক্লিং" ভীষণ উপকারী। সাইকেল চালালে শরীরের সমস্ত অংশের ওপর প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে কোমর থেকে শরীরের নিম্নাংশ পর্যন্ত সব ধরনের পেশির সংকোচন-প্রসারণ ঘটে। এতে পেশি সুগঠিত হয়। সাইকেল চালালে প্রচুর ঘাম নিঃসরণ হয়। রক্তে নিঃসরণ হয় ভালো লাগার হরমোন এন্ডোরফিন। মনে প্রশান্তি আসে, মন ভালো থাকে এবং অতিরিক্ত চাপ কমায়।

৩.ওজন কমায়

আর্কাইভ অব পেডিয়াট্রিকস অ্যান্ড অ্যাডলোসেন্ট মেডিসিন সাময়িকী জানিয়েছে, নিয়মিত সাইকেল চালালে মোটা লোকদের স্বাভাবিক ওজন ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা ৮৫ শতাংশ। একই সাময়িকীতে প্রকাশ, যাঁরা কর্মক্ষেত্রে রোজ সাইকেল চালিয়ে যান, তাঁদের মোটা হওয়ার আশঙ্কা মাত্র ৪০ শতাংশ। শরীরের অতিরিক্ত মেদ ঝড়াতে তাই "সাইক্লিং" হতে পারে খুব ভালো উপায়। শরীর থেকে ঝরছে অতিরিক্ত মেদ। শুধু নিয়মিত "সাইক্লিং" করেই ছিপছিপে ফিট জীবনের স্বাদ পাচ্ছে বাঙালি।

৪.হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা পাঁচ বছর ধরে গবেষণার পর জানিয়েছেন, যেসব মানুষ নিয়মিত সাইকেল চালিয়ে কর্মক্ষেত্রে যান, তাঁদের হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ৪৬ শতাংশ কমে যায়। ভারতের শ্রী বালাজি অ্যাকশন মেডিকেল ইনস্টিটিউটের ''ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট'' অমর সিঙ্গলের ভাষ্যও একই রকম। তাঁর মতে, প্রতিদিন ন্যূনতম ২০ মিনিট সাইকেল চালালে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় অর্ধেক কমে যায়।

যেসব কারণে বর্তমান সমাজ বয়স্কদের রোগে ভুগছেন

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, শিরা স্ফীত হয়ে যাওয়া, হাঁটুর সংযোস্থলে ব্যথাসহ বুড়ো বয়সী মানুষদের মতো কিছু কিছু সমস্যা আজকাল তরুণদের মাঝেও দেখা দিচ্ছে। সাধারণত অস্বাস্থ্যকর ভঙ্গিতে শুয়ে-বসে থাকা এবং এলোমেলো জীবনযাপনের কারণে তরুণদের মাঝে এইসব রোগ বাড়ছে।

অফিসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা বা প্রযুক্তি যন্ত্রে ব্যস্ত থাকার কারণে তরুণরাও বুড়োদের রোগে ভুগছে।

২০১৫ সালে বিভিন্ন প্রাইভেট হেলথ কেয়ার থেকে ৬০ হাজার রোগীর তথ্য নিয়ে গবেষণাটি সম্পন্ন করেন গবেষকরা। তাঁদের গবেষণায় দেখা গেছে, এ ধরনের সমস্যায় বয়স্ক মানুষকে যে চিকিতা দেওয়া হয়, একই চিকিতা দেওয়া হচ্ছে তরুণদেরও। যাদের বয়স মাত্র ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে! তবে অর্শরোগ বা স্ফীত শিরার চিকিতায় যা করতে হয়, তরুণরা সে চিকিৎসা নিতে রাজি না বলে জানান বুপা মেডিক্যাল ডিরেক্টর ড় স্টিভ। গবেষণার আরো দেখা গেছে, যারা স্মার্টফোন বা ট্যাব নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন, তাদের মাঝেই এসব সমস্যা বেশি দেখা যাচ্ছে। বুপার গবেষণায় দেখা গেছে, কাজ ও মনের চাপ সংক্রান্ত সমস্যাও তরুণদের মধ্যে বেড়েছে। দীর্ঘ সময় কাজ করার কারণেই এমনটি হচ্ছে। কাজের চাপ ও ব্যস্ত কর্মসূচি এর জন্য অনেকটা দায়ী। আবার মাথা ঝুঁকিয়ে এক মনে মোবাইল বা অন্য প্রযুক্তি যন্ত্রের দিকে নজর দিলে পিঠে ও ঘাড়ে ব্যথার সমস্যা স্থায়ী হয়ে যায়। আর ১৬-২৪ বছর বয়সীদের ৪৫ শতাংশই আজকাল এসব সমস্যায় ভুগছেন।

স্ট্রোক হতে পারে যেকোনো বয়সেই

এগিয়ে চলার মানসিকতার ফলেই সব সময় গতিময় জনজীবন। একের পর এক চাওয়া-পাওয়ার ব্যস্ততায় সময় কোথায় শরীরের প্রতি নজর দেয়ার! আর এ কারণেই সমস্যা জমতে জমতে কখন যে রোগের পাহাড় তৈরি হয়ে যায়, বুঝেই ওঠা যায় না। যার ফল হয়ে আসতে পারে বিপজ্জনক রোগ-স্ট্রোক।

স্ট্রোকের ক্ষেত্রে এখন নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই।

৬০ বছরের বৃদ্ধেরও হতে পারে, আবার ২৫ বছরের যুবক-যুবতীরও হতে পারে এই রোগ। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ অথবা আঞ্চলিকভাবে রক্ত চলাচল বন্ধ হওয়া- সাধারণত এই দুই অবস্থাকে স্ট্রোকের আওতায় ফেলা হয়।

এই রোগের শুরুতেই যদি এর সমস্যার লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, তবেই স্ট্রোক চিকিতার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।

চলুন দেখে নেয়া যাক, এই রোগের লক্ষণগুলো-

স্ট্রোকের প্রভাবে শরীরের একাংশ দুর্বল হতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-প্রতঙ্গ অসাড় হতে থাকে। স্ট্রোক হলে তার প্রভাবে কথা জড়িয়ে যেতে পারে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে পায়ের জোরও কমতে থাকে। শারীরিক ভারসাম্যের সমস্যা হতে পারে। এর প্রভাবে হাঁটা-চলায় সমস্যা হতে পারে। এই সময় পড়ে যাওয়ার ফল আরও খারাপ হতে পারে।

স্ট্রোকের প্রভাবে অসম্ভব মাথা যন্ত্রণা হতে পারে। অনেক সময় দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। সামনের সবকিছু যেন আবছা দেখতে লাগে। এসব লক্ষণ দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিতকের পরামর্শ নেয়া উচিত। চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হলে সমস্যাও বৃদ্ধি পাবে দ্রুত। তাই আগে থাকতে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সেই সঙ্গে শরীরের খেয়ালও রাখতে হবে। কারণ অনিয়মিত জীবনযাপন, বাড়তি ওজন ও রক্তচাপ স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। আর যে কোনো বয়সেই এই সমস্যা হতে পারে।

কোলেস্টেরল বাড়লেও পিত্তথলিতে পাথর হতে পারে

কোলেস্টেরল একরকম হলুদ রঙের চটচটে মোম জাতীয় পদার্থ যা আমাদের রক্তেই থাকে। এবার অই কোলেস্টেরল যদি হঠাতকরে বেড়ে যায় তাহলে খুবই খারাপ। বিশেষত এই খারাপ কোলেস্টেরল। তা শিরায় জমতে শুরু করলে সেখান থেকে হার্ট অ্যার্টাকের প্রবণতা বাড়ে। এমনকী হতে পারে স্ট্রোকও। এছাড়াও কোলেস্টেরল বাড়লে সেখান থেকে পাথরও হতে পারে পিত্তথলিতে। পিত্তথলিতে পাথর কিডনি স্টোনের থেকে একদম আলাদা। আর এই পাথর ক্যালশিয়ামের পরিবর্তে কোলেস্টেরল থেকে তৈরি হয়। যে কারণে এর লক্ষণও ভিন্ন হয়। এই পাথরকেই গলব্লাডার স্টোন বলা হয়। যাদের কোলেস্টেরল হাই তাদের গলব্লাডারে স্টোন হওয়ার প্রবণতা থেকে যায়। জনস হপকিন্স মেডিসিন অনুসারে, যখন পিত্ত রসের মধ্যে কোলেস্টেরল এবং বিলিরুবিনের পরিমাণ বেশি এবং পিত্ত লবণ কম থাকে তখন পিত্তথলিতে পিত্তথলির পাথর তৈরি হয়। পিত্তথলি থেকে বিলিরুবিন আর কোলেস্টেরল বেরিয়ে যায়। কিন্তু তা যখন শরীরে জমতে থাকে সেখান থেকেই তা পাথরে পরিণত হয়। আর পিত্তথলিতে পাথর আটকে গেলে তার পরিণতিও মারাত্মক হয়। আর তাই গলব্লাডারে স্টোন হলে তা অপারেশন করার পরামর্শ দেওয়া হয়। গলব্লাডারে স্টোন হলেও পেটে খুব ব্যথা হয়। যে কারণে অনেক সময় এই স্টোনকে কিডনি স্টোন বলে ভুল করে ফেলেন অনেকেই। গলস্টোনের ক্ষেত্রে যে সব উপসর্গ থাকে- পেটের উপরের অংশে একটানা ব্যথা, কাঁধ আর পিঠের মধ্যবর্তী অংশে ব্যথা, ডান কাঁধে ব্যথা, বমি, বমি ভাব, বমি, জ্বর, ঠান্ডা লাগা সবসময়, জন্ডিস, বদহজম এবং পেটফাঁপা পিত্তথলি থেকে পাথর বের করতে অনেক সময় অপারেশনের প্রয়োজন হয়। আবার কিছুক্ষেত্রে ওষুধেও কিন্তু অনেক কাজ হয়ে যায়। এছাড়াও আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে। এ ব্যাপারে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা চিকিতকই নেবেন। অযথা হোমিওপ্যাথি বা অন্য ট্রিটমেন্টের ভরসায় থাকবেন না। প্রয়োজনমতো যাবতীয় পরীক্ষা করিয়ে নিন।

অতিরিক্ত চা খাওয়ার ডেকে আনতে পারে রোগ ব্যাধি

সারা দিনে একবারও চা খান না, এমন মানুষের সংখ্যাটা বোধহয় হাতে গোনা। আবার এমনও অনেকে আছেন যাদের সারাদিনে অন্তত ৮-১০ কাপ চা না খেলে চলে না। দুধ চা হোক বা আদা দেওয়া সুগন্ধী পাতার লাল চা, চায়ের নেশাটা কম-বেশি প্রায় সবারই রয়েছে। কিন্তু জানেন কি, মাত্রাতিরিক্ত চা খাওয়ার অভ্যাস ডেকে আনতে পারে মারাত্মক বিপদ! কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদরোগ এমনকি প্রস্টেট ক্যান্সার বা মূত্রথলির ক্যান্সারের ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যেতে পারে অতিরিক্ত চা পানে। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক, মাত্রাতিরিক্ত চা খাওয়ার অভ্যাস কোন কোন মারাত্মক রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে- ১.চায়ের মধ্যে থাকা ক্যাফেইন এক দিকে যেমন উদ্দীপনা বাড়াতে সাহায্য করে, তেমনই অতিরিক্ত চা খেলে তা উতণ্ঠা, উদ্বেগ আর শারীরিক অস্থিরতা বেড়ে যেতে পারে। ২. অতিরিক্ত মাত্রায় চা খেলে চায়ে থাকা ক্যাফেইনের প্রভাবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। বাড়তে পারে অনিদ্রার সমস্যা। ৩. চায়ে থাকা থিওফাইলিন নামের রাসায়নিক পরিপাকের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বাধার সৃষ্টি করে। তাই অতিরিক্ত মাত্রায় চা খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। ৪. বিশেষজ্ঞদের মতে, গর্ভবতী নারীদের চা-কফি সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলাই ভালো। কারণ, এর মধ্যে থাকা ক্যাফেইন গর্ভস্থ ভ্রূণের ক্ষতি করতে পারে। ফলে বাড়তে পারে অবাঞ্ছিত গর্ভপাতের ঝুঁকি। ৫. হার্টের সমস্যা থাকলে যতটা সম্ভব কম চা খাওয়াই ভালো। ৬. একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, অতিরিক্ত মাত্রায় চা খেলে পুরুষদের প্রস্টেট ক্যান্সার বা মূত্রথলির ক্যান্সারের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে যায়।

অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা আজ, মোট পরীক্ষার্থী ১৮ লক্ষ ৭২ হাজারের বেশি

কলকাতা, ৬ মে (হি.স.) : স্নাতক স্তরে ডাক্তারিতে ভর্তির জন্য অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা (নিট) ২০২৩ নেওয়া হবে রবিবার।
দেশের চারশো নিরানব্বইটি শহরের বিভিন্ন কেন্দ্র ছাড়াও দেশের বাইরে ১৪টি শহরেও এই পরীক্ষা নেওয়া হবে।
এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৮ লক্ষ ৭২ হাজারেরও বেশি।
এর মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দেড় লক্ষ ছাত্র ছাত্রী।
এবারে ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ, যা ছাত্রদের তুলনায় অনেকটাই বেশি।
দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা ২০ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষার্থীরা neet.nta.nic.in website থেকে তাঁদের এডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে পরীক্ষার্থীদের।

মেঘালয়ে ফের মৃদু ভূমিকম্প

শিলং, ৬ মে (হি.স.) : ফের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠছে মেঘালয়। আজ শনিবার সকাল ১১:৩৫টায় ৩.৪ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছে রাজ্যের উত্তর গারোপাহাড় জেলা ও সংলগ্ন এলাকা। গতকাল শুক্রবার সকাল ০৯:০৭টায় রিখটার স্ক্যালে ৩.১ প্রাবল্যের ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে পশ্চিম গারোপাহাড় জেলা ও সংলগ্ন এলাকায়। তবে আজ ও গতকালের ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।
প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, আজ সকাল ০৯টা ০৭ মিনিটে সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল উত্তর গারোপাহাড় জেলার ভূগর্ভের ৫ কিলোমিটার গভীরে।
সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে। গত ২৪ এপ্রিল সকাল ০৭:৪৭টায় মেঘালয়ে রিখটার স্কেলে ৩.৫ মাত্রার একটি মাঝারি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। এর আগে ১৭ এপ্রিল ৩.৭ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল অসমের রাজধানী গুয়াহাটি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তার আগের দিন ১৬ এপ্রিল মণিপুরে ৩.৬ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। এভাবে ২০ ফেব্রুয়ারি ৩.৬ প্রবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছে মণিপুরের তামংলং জেলা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। অনুরূপভাবে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলা। এছাড়া ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯-টা ২৬ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে কেঁপে উঠেছিল শিলং সহ রাজ্যের পূর্ব খাসিপাহাড় জেলার বিভিন্ন এলাকা। ওই দিন সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৩.৯ ধরা পড়েছিল। এভাবে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪.০ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল মধ্য অসমের হোজাই জেলা সদর।

কংগ্রেসকে তোপ অমিত শাহের, বললেন শুধুমাত্র মোদীজিই পারেন মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনতে

সাভাদত্তি ইল্লাম্মা (কর্ণাটক), ৬ মে (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা অমিত শাহ। কংগ্রেসকে স্বার্থপর আখ্যা দিয়ে অমিত শাহ বলেছেন, কংগ্রেস কখনই কল্যাণ ও উন্নয়নের কথা ভাবে না, বরং নিজস্ব স্বার্থপর উদ্দেশ্য পূরণই লক্ষ্য। শুধুমাত্র মোদীজির নেতৃত্বই উন্নত ও সমৃদ্ধ কর্ণাটক নিশ্চিত সম্ভব। একমাত্র মোদীজিই পারেন মানুষের জীবন বদলে দিতে। শনিবার কর্ণাটকের সাভাদত্তি ইল্লাম্মাতে একটি নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন অমিত শাহ। কর্ণাটকে এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসবে এই দাবি করে অমিত শাহ বলেছেন, আগামী ১৩ মে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি। গত নির্বাচনে আপনারা সবাই যদি এটা সম্ভব করতেন, তাহলে আপনাদের রাজ্য কংগ্রেস ও জেডি(এস)-এর অপবিত্র জোটের যন্ত্রণা ভোগ করত না। অমিত শাহ বলেছেন, কর্ণাটকে একটি ডবল ইঞ্জিন সরকার গঠন করুন... উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং সেচের জলের একটাই গ্যারান্টি আছে, আর সেটা হল নরেন্দ্র মোদীজি।

পুণে-তে গোডাউনে আগুন ও সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

পুণে, ৬ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পুণে-তে একটি গোডাউনে আগুন লেগে প্রাণ হারালেন সেখানে কর্মরত ৩ জন কর্মী। আগুন লাগার পর ওই গোডাউনে বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যায়। দমকল জানিয়েছে, মোট চারটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। এরপর আগুন আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। শুক্রবার রাত ১১.৩০ মিনিট নাগাদ পুণে শহরের উবালে নগরের ওয়াঘোলি এলাকায় অবস্থিত ""“মন্ডপ”"" ডেকোরেটর গোডাউনে আগুন লাগে।
পুলিশ ও দমকল জানিয়েছে, আগুন লাগার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। আগুন লাগার পর গোডাউনের ভিতরে গ্যাস সিলিন্ডারও বিস্ফোরণ হয়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও, প্রাণে বাঁচানো যায়নি ৩ জন কর্মীকে। কীভাবে আগুন লাগল, তা দমকল কর্মীরা খতিয়ে দেখছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে এআইএফএফ সভাপতির বিরুদ্ধে নালিশ অন্ধ্রপ্রদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির

নয়াদিল্লি, ৬ মে (হি.স.) : এক বছর যেতে না যেতেই ভারতীয় ফুটবল সংস্থার সভাপতি কল্যাণ চৌবের বিরুদ্ধে উঠেছে একাধিক অভিযোগ। দুর্নীতির পাশাপাশি ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা ভোগ সহ দলবাজির মতো বিষয় গুলিকে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দফতরে চিঠি দিলেন অন্ধ্রপ্রদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি গোপালকৃষ্ণ কোসারাজু। কোসারাজুর অভিযোগ, সংস্থার কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত আসার আগেই আসন্ন এএফসি চ্যাম্পিয়নশিপের বিডিং থেকে ভারতের নাম তুলে নিয়েছে এআইএফএফ। উল্লেখ্য, আগামী ২০২৭ সালের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের জন্য ইরান, কাতার ও সৌদি আরবের সঙ্গে লড়াই করছিল ভারত। কিন্তু খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার হঠাৎ করে নাম প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। অন্ধপ্রদেশ ফুটবল সংস্থার সভাপতির আরও অভিযোগ, কল্যাণ চৌবের এমন হটকারি সিদ্ধান্তের জন্য বিশ্ব ফুটবলে ভারতের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। তার মতে, অদূর ভবিষ্যতে অলিম্পিকের মতো টুর্নামেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে ও বিডিংয়ের সম্ভাবনা ক্ষীন হতে পারে।
তবে এখানেই শেষ নয়। সন্তোষ ট্রফির মতো টুর্নামেন্টকে বিদেশের মাটিতে আয়োজন করার ব্যাপারে বিরোধীতা করেছিলেন গোপালকৃষ্ণ। প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া সেই চিঠিতে অভিযোগ করেছেন এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও এআইএফএফের কার্যকরী কমিটির অনুমোদন নেননি কল্যাণ চৌবে।
শুধু তাই নয়, সৌদি ফুটবল ফেডারেশনের কর্তাদের সঙ্গে এআইএফএফ সভাপতি কল্যান চৌবের গোপন আঁতাতের অভিযোগও উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া এই চিঠিতে। তবে এই নিয়ে এখনো কোন পদক্ষেপ না নেওয়া হলেও এনিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা ভারতীয় ফুটবল মহলে।

মণিপুরকাণ্ডে শঙ্কা জানিয়ে বার্তা মমতার

কলকাতা, ৬ মে (হি. স.) : সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ছে মৃত্যু মিছিলের সারি। অগ্নিগর্ভ মণিপুরে গত ৭২ ঘন্টায় ৫৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই অবস্থায় সেখানকার সাহায্যপ্রার্থী দুর্গতদের জন্য সহায়তা-নম্বর ঘোষণা করল নবান্ন। এই সঙ্গে মনিপুরকাণ্ডে শঙ্কা জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
শনিবার টুইটারে মমতা লিখেছেন, “মণিপুর থেকে আমরা যে ধরনের বার্তা এবং বাঁচানোর জরুরি আর্জি পাচ্ছি তাতে আমি গভীরভাবে ব্যথিত। আমি মণিপুরের মানুষের এবং এখন সেখানে আটকা পড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত অন্যদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।
পশ্চিমবঙ্গের সরকার জনগণের পাশে দাঁড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং মণিপুর সরকারের সাথে সমন্বয় করে সেখানে আটকে পড়া লোকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মুখ্যসচিবকে পুরো প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করতে, দুর্দশা ও হতাশার মানুষকে সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আমরা সব সময় জনগণের পাশে আছি। সবাইকে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান। যে কেউ সাহায্যের জন্য এই নম্বরগুলিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। হেল্পলাইন নম্বর: ০৩৩-২২১৪৩৫২৬, ০৩৩-২২৫৩৫১৮৫।”
প্রসঙ্গত, মণিপুরে নিহতদের মধ্যে যেমন একজন আয়কর আধিকারিক, সিআরপিএফ কম্যান্ডো রয়েছেন, তেমনই বিক্ষোভকারীরাও রয়েছেন। ৫৪ জনের মধ্যে চূড়াচাঁদপুরে ১৬ জন, পূর্ব ইম্ফল জেলায় ১৫ জন এবং পশ্চিম ইম্ফলে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার এ তথ্য জানিয়েছেন রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক। যদিও অসমর্থিত সূত্রের খবর, মৃতের সংখ্যা আরও বেশি।

গণপরিবহণকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছেন মমতা, রেলমন্ত্রীকে চিঠি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৬ মে (হি. স.) : মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি দলীয় কর্মসূচির সেরে শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরেও এসেছেন ট্রেনে চেপেই। তবে মুখ্যমন্ত্রীর সেই সফর ঘিরেই তৈরি হল বিতর্ক। সরাইঘাট এক্সপ্রেসে চড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মালদা সফর ঘিরে অভিযোগ জানিয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে চিঠি পাঠালেন শুভেন্দু অধিকারী।
বিধানসভার বিরোধী দলনেতার দাবি, মালদা যাওয়ার পথে গত বুধবার সরাইঘাট এক্সপ্রেসকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দল। এতে রেলের আইন যেমন চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে, তেমনই রেলযাত্রীরা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। বিষয়টিতে রেলমন্ত্রীকে নজর দেওয়ার অনুরোধ করে প্রতিবাদী চিঠি শুভেন্দুর।
শনিবার একটি টুইটে সেই চিঠির প্রতিলিপি এবং কীভাবে মুখ্যমন্ত্রী রেলের আইন ভেঙেছেন, তা সোশাল মিডিয়ায় পুঙ্খানুপুঙ্খ পোস্ট করেছেন বিজেপি বিধায়ক। বুধবার সরাইঘাট এক্সপ্রেসে মালদা যাওয়ার পথে বর্ধমান, বোলপুর স্টেশনে ট্রেন থামলে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জেলা নেতৃত্বকে পরামর্শও প্রদান করেন তৃণমূল সুপ্রিমো । আর তাতেই বরাদ্দ সময়ের তুলনায় স্টেশনগুলিতে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে অনেক বেশি সময়।
চিঠিতে সে কথা জানিয়েছেন শুভেন্দু।
চিঠির প্রতিলিপি শেয়ার করে বিরোধী দলনেতা টুইটে লিখেছেন, ’৩ মে, হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেসে যাত্রী পরিষেবায় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিঘ্ন ঘটা নিয়ে মাননীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে একটি চিঠি লিখেছি । যেখানে একজন যাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ট্রেনটিকে কার্যত হাইজ্যাক করে নেন।’
রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ট্রেনে আকছার সফর করলেও মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলায় জেলায় কর্মসূচিতে যোগদান করেন কপ্টারেই। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে নিয়োগ দুর্নীতি-সহ নানা ইস্যুতে দল যখন খানিকটা কোণঠাসা, তখন সম্প্রতি মালদা সফরে মুখ্যমন্ত্রী গেলেন ছক ভেঙে। আরও বেশি করে জনসংযোগের কারণেই হয়তো হেলিকপ্টারের পরিবর্তে ট্রেনে চড়েই সফর করলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা অন্তত তেমনটাই।

গুয়াহাটিতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ভারতীয় তেল নিগমের দুই শ্রমিকের, আহত এক

গুয়াহাটি, ৬ মে (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন ভারতীয় তেল নিগমের দুই শ্রমিক। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একজন।
হতাহতদের নামধাম জানা যায়নি এখনও।
ঘটনা আজ শনিবার সকালে গুয়াহাটি মহানগরের অন্তর্গত নরেঙ্গিতে সংঘটিত হয়েছে। জানা গেছে, সংঘটিত ঘটনাস্থলের রাস্তায় পড়েছিল বিদ্যুৎ পরিবাহী একটি তার। ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তারা বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংস্পর্শে এসে গেলে ছিটকে পড়েন ভারতীয় তেল নিগমের তিন শ্রমিক। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সহকর্মীরা স্থানীয়দের সহায়তায় তিনজনকে নিয়ে যান গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত ডাক্তাররা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে আহতকে চিকিৎসার জন্য ভরতি করেন।

দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি ঘূর্ণাবর্ত, ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনাও অনেকটাই বাড়ল

নয়াদিল্লি, ৬ মে (হি.স.): পূর্বাভাস মতোই, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্ত আগামী ৮ মে-র মধ্যে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস মতোই শনিবার দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হল। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ওই অঞ্চলে নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৮ মে-র মধ্যেই নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। এই নিম্নচাপই পরবর্তী সময়ে আরও গভীর হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে, তার নাম হবে ‘মোকা’। রবিবার নিম্নচাপ তৈরি হলে, তা আরও ঘনীভূত হয়ে সোমবার গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। এর পর আরও শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড় পরিণত হয়ে উত্তর দিক বরাবর মধ্য বঙ্গোপসাগরে দিকে অগ্রসর হবে। ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ কোন দিকে থাকবে তা বলা যাচ্ছে না।

প্রতীচীর সামনে শুরু বিক্ষোভ সমাবেশ, মঞ্চে হাজির বুদ্ধিজীবীরা

বোলপুর, ৬ মে (হি.স) : নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের পৈতৃক বাড়ি ‘প্রতীচী’-এর জমি জটে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে ‘প্রতীচী’র সামনে শুরু বিক্ষোভ সমাবেশ।শনিবারের এই বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দিতে এসেছেন রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। বিক্ষোভ সমাবেশের মঞ্চে হাজির শুভাপ্রসন্ন, গৌতম ঘোষ ও প্রসূন ভৌমিকরাও। প্রায় ১.৩৮ একর জমিতে রয়েছে অমর্ত্য সেনের পৈতৃক বাড়ি ‘প্রতীচী’। সেই বাড়ির ১৩ ডেসিমেল জায়গা তাঁদের বলে দাবি করেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। আগেও একাধিকবার তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়। তবে এবার নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। আজ আজ ৬ মে সেই দিন। জমি ছাড়ার জন্য অমর্ত্য সেনকে আজকের দিন পর্যন্তই এই সময় দিয়েছিল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তার মধ্যেই অমর্ত্য সেন দ্বারস্থ হন জেলা আদালতের। পরে আবার হাইকোর্টেরও দ্বারস্থ হন তিনি। তখনই হাইকোর্টের তরফে বলা হয় ১০ই মে অর্থাৎ নিম্ন আদালতের শুনানির দিন পর্যন্ত কোনওরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তারপরও আজ ‘প্রতীচী’র সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ শুরু হল।

লাহোরে নিজের বাড়িতেই আততায়ীর গুলিতে খতম খলিস্তানি জঙ্গি

ইসলামাবাদ, ৬ মে (হি.স.) : লাহোরে নিজের বাড়িতেই অজ্ঞাতপরিচয়ধারী আততায়ীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে কুখ্যাত জঙ্গি নেতা তথা খলিস্তানি কম্যান্ডো ফোর্সের (কেএসএফ) প্রধান পরমজিৎ সিং পাঞ্জওয়ার। শনিবার সকালেই বাড়ির লনে প্রাতঃ ভ্রমণের সময়েই মোটরসাইকেলে চেপে আসা দুই আততায়ী কেএসএফ প্রধানকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান কেএসএফ প্রধান। আততায়ীদের গুলিতে আহত হন পরমজিতের নিরাপত্তা রক্ষী। কী কারণে এবং কারা কেএসএফ প্রধানকে খুন করল তা খতিয়ে দেখতে পুলিশ।
পঞ্জাবের তরণতারণ জেলার পাঞ্জওয়ার গ্রামে জন্মগ্রহণকারী পরমজিৎ সিং ১৯৮৬ সালে শিখ জঙ্গি সংগঠন খলিস্তান কম্যান্ডো ফোর্সে নাম লেখান। আলাদা খলিস্তানের দাবিতে তখন উত্তাল পঞ্জাব। কেএসএফে নাম লেখানোর পরে অস্ত্র ও মাদক পাচারের মতো অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েন। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানের লাহোরে এসে আশ্রয় নেন। পরে লাহোরের জোহরের সানফ্লাওয়ার সোসাইটিতে স্থায়ী ঘাঁটি গাড়েন। স্ত্রী ও সন্তানকে জার্মানিতে পাঠিয়ে দেন।

বিএসএফ জওয়ানের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

চোপড়া, ৬ মে (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় এক বিএসএফ জওয়ানের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম কে এস শ্রীজিত (৩৭)। তিনি বিএসএফের ১৭৫ নম্বর ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে চোপড়া থানার দাসপাড়া সীমান্তের আগাস্টিয়া চৌকি চত্বরে ওই জওয়ানের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শনিবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

মণিপুর থেকে ফিরছে ছেলেমেয়েরা স্বস্তিতে অভিভাবকমহল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। মণিপুরের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতি ত্রিপুরা সরকারকেও বিশেষ ভাবে চিন্তায় ফেলেছে। কারণ, সেখানে পাঠরত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাঁদের অভিভাবকরা খুবই দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। তাই, ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের মণিপুর থেকে রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য বিশেষ বাণিজ্যিক বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরা সরকারের একটি বিশেষ টিম আজ মণিপুরে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের মণিপুর থেকে ফিরিয়ে আনা এবং সমন্বয় সাধনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। ত্রিপুরা সরকারের এই পদক্ষেপে এখন অনেকটাই স্বস্তিতে অভিভাবকমহল।

এ-বিষয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা আজ কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর সাথে কথা বলেছিলেন এবং বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক ইম্ফল থেকে আগরতলা পর্যন্ত একটি অতিরিক্ত বাণিজ্যিক বিমান চালানোর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। আজ মধ্যরাতে বিমানটি ইম্ফল থেকে আগরতলায় আসবে। ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের অবিলম্বে এই বিষয়ে হেল্পলাইনের মাধ্যমে (০৩৮১-২৪১-৬০৪৫/ ২৪১-৬২৪১ এবং ৮৭৮৭৬৭৬২১০ এই হোয়াটসআপ নম্বরে) যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে এবিষয়ে গতকাল দু'দফায় পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা এবং ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন সহ উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী মণিপুরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। গতকাল রাতেই বিশেষ বিমানে ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যে নিয়ে আসার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আজ মধ্যরাতে বিশেষ বিমান ছাড়াও ইম্ফল থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত আরেকটি বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে মণিপুরে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যে নিয়ে আসা এবং সমন্বয় সাধনের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দল আজ মণিপুরে পাঠানো হয়েছে।

এদিকে, মণিপুরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথে গতকাল রাতে সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরার ছেলে-মেয়েদের নিরাপদ আশ্রয় এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংর সাথেও তিনি টেলিফোনে পুনরায় কথা বলেছেন। সেই সময়ে উপস্থিত কয়েকজন অভিভাবকও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলেছেন। তিনি মণিপুর সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়ে কোন রকম দুশ্চিন্তা না করার জন্য অভিভাবকদের কাছে আবেদন রেখেছিলেন।

অন্যদিকে, গতকাল ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সাথেও আলোচনা করেছেন। সেখানে পাঠরত ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে সমস্ত রকম সহায়তার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিশেষ বিমানে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের ফিরিয়ে আনার রাজ্য সরকারের পদক্ষেপে অভিভাবকরা স্বস্তি নি:শ্বাস ফেলেছেন। অবশ্য এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী বিমানে এবং সড়কপথে ফিরে আসার ব্যবস্থা করেছে।

ফার্মাসিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল।ছবি নিজস্ব।

আহত ছয়

● **প্রথম পাতার পর**

জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে দূর্ঘটনায় গায়েত্রী ঘোষ সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছেন। বর্তমান চারজনই হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন বলে জানান তিনি। এদিকে কর্ত্যবরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, তিনজন যুবক অল্প বিস্তর আহত হয়েছেন। কিন্তু গায়েত্রী ঘোষের মাথায় ও মুখে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে।

এ্দিকে, চড়িলামের পরিমল চৌমুহনী এলাকায় বাইক ও মারুতি গাড়ির সংঘর্ষে আহত ২ যুবক। দমকল বাহিনীর জোয়ানরা আহতদের উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে যান। চড়িলাম পরিমল চৌমুহনীতে আগরতলা সাবরুম জাতীয় সড়কে মারুতি ও বাইকের সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে দুই যুবক। এব্যাপারে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের দায়ের করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল থেকে গাড়িটি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক।

জানা যায় বাইক নিয়ে আগরতলা থেকে মেলাঘর যাচ্ছিলেন তাপস মন্ডল ও দীপক সরকার।চড়িলাম পরিমল চোমুহনী আসতেই পেছন দিক থেকে দ্রুত গতিতে একটি মারুতি গাড়ি এসে বাইককে ধাক্কা দেয়। বাইক সহ তাপস মন্ডল দীপক সরকার রাস্তায় ছিটকে পড়ে য়ায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলের ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করতে বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের খবর দেয়। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের ছুটে এসে আহত দুজনকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। মারুতি গাড়ি চালকের দ্রুতগামীতা ও অসাধারণতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অবশেষে দিল্লির ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন জাকির হোসেন

নয়াদিল্লি, ৬ মে (হি.স.) : সমন পাওয়া সত্ত্বেও হাজিরা এড়িয়েছেন একাধিকবার। অবশেষে শনিবার দিল্লিতে ইডির দফতরে হাজিরা দিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক জাকির হোসেন। চলছে জেরা পর্ব। গত দু'দিন যাবৎ দিল্লিতে থাকায় মুর্শিদাবাদে মুখ্যমন্ত্রী বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় হাজির থাকতে পারেননি তিনি।

চলতি বছরের ১১ জানুয়ারি জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনের বাড়ি ও রঘুনাথগঞ্জের চালকলে হানা দিয়েছিল ইডি। সেইসময় প্রায় সাড়ে ১১ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। এরপর ২৭ ফেব্রুয়ারি জাকিরকে সমন পাঠায় ইডি। ২ মার্চ বেলা সাড়ে দশটায় তাঁকে দিল্লির ইডি দপ্তরে প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে হাজির হওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু তিনি জাননি। এবার ইডি জেরায় হাজির হলেন তিনি।

করছেন ডায়ালসিস রোগীরা

● **প্রথম পাতার পর**

দেশের লক্ষ লক্ষ কিডনি রোগীকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। কিডনি রোগীদের ডায়ালসিসের জন্য কেন্দ্রের সরকারের এই ভূমিকা সত্যিই অভাবনীয় ও নজিরবিহীন। কিডনি রোগীদের অসহায়ত্বকে অনুভব করে এই উদ্যোগ একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিডনি রোগে অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তি প্রাণ হারিয়েছেন। প্রাণ হারিয়েছেন দেশের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ সহ অনেক যশস্বী ব্যক্তিরা। আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে কিডনি রোগে প্রাণ হারিয়েছেন বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র নাথ, সাহিত্যিক করবী দেববর্মন সহ অনেকে। প্রায় প্রতিদিন বহু রোগী প্রাণ হারাচ্ছেন।

আমি একজন কিডনি রোগী। ডায়ালসিস নিয়ে বেঁচে আছি। কিন্তু, শারীরিক কষ্ট তো লেগেই আছে। প্রতিনিয়ত মৃত্যুর অপেক্ষায়। আমি আইজিএমে ডায়ালসিস নিচ্ছি চার বছরের উপর। প্রথম দিকে যেসব ডায়ালসিস রোগী পেয়েছিলাম তাঁদের একজনও আজ বেঁচে নেই। তাই এটাই আমার কাছে প্রশ্ন যে আমি মৃত্যুর সাথে কতদিন লড়াই করতে পারব? তিলি তিলে গড়ে উঠা অনেক স্বপ্ন তো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। আমার জীবন শুরু হয়েছে সংবাদপত্র প্রকাশনার মধ্য দিয়ে। জাগরণ আমার রক্তে মিশে একাকার। প্রাণের চেয়েও বেশী ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক জাগরণ। অসুস্থ শরীরেও কলম না ধরে পারছি না। লিখতে বড় কষ্ট হয়। দেহ মন বিদ্রোহ করে। তবুও লিখতে চাই। মনের অভিব্যক্তি প্রকাশের খুব বেশী তাগিদ অনুভূত হয়।

প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে কিডনি রোগী। অনেক কিডনি রোগী আগরতলার একটি বেসরকারী হাসপাতালে ডায়ালসিস করে একেবারে ফতুর হয়ে গেছেন। ফলে আইজিএম এবং জিবি হাসপাতালে ডায়ালসিসের জন্য রোগীর ভীড় বাড়ছেই। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছেন। রাজ্যে আরেকটি মেডিকেল কলেজ হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা চিকিৎসা পরিষেবাকে আরও বেশী উন্নত করা। কেন হু হু করে কিডনি রোগীর সংখ্যা বাড়ছে সে বিষয়ে সমীক্ষার প্রয়োজন। এজন্য সরকারী উদ্যোগে কিডনি রোগ সম্পর্কে আলোচনাচক্র, সেমিনার ইত্যাদি খুব বেশী প্রয়োজন। যাতে বিশেষজ্ঞ কিডনি চিকিৎসক এইসব আলোচনা চক্রে রোগীদের বিভিন্ন পরামর্শ ইত্যাদি দিতে পারেন। কিডনি রোগীদের বিনামূল্যে ডায়ালসিস পরিষেবা দিতে অনেক সংস্থা এগিয়ে এসেছে। দিল্লির গুরগাঁওয়ে চালু হয়েছে পাঁচশ শয্যার ডায়ালসিস ইউনিট। এখানে শয্যা বাড়িয়ে এক হাজার করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই সংস্থার মানবিক মুখ ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ত্রিপুরা সরকারও এই মানবিক প্রয়াসকে অভিনন্দিত করবে। ত্রিপুরায় কিডনি রোগী সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধির পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। এক্ষেত্রে সচতেনতা অনেক বেশী প্রয়োজন। আগামী প্রজন্মকে বাঁচাতে হলে মানবিক প্রয়াস খুব বেশী জরুরী। প্রতিটি কিডনি রোগী যারা ডায়ালসিস করে জীবন যুদ্ধ চালাচ্ছেন তারা জানেন মৃত্যুদূত তাদের দুয়ারে কড়া নাড়ছে। যে কোনও সময় টেনে নিয়ে যাবে। এই অভিজ্ঞতায় আমি এখনও জীবনের সাথে যুদ্ধ করছি। জানিনা এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি কবে। এই পড়ন্ত বেলায় আমার বিনম্র নিবেদন রাজ্যের অসহায় রোগাক্রান্ত মানুষকে সাহারা দিতে সরকার যেন আরও বেশী উদ্যোগী হয়।

বায়ুসেনা

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যাটালিয়নের ডেল্টা কোম্পানির কনস্টেবল চোনখোলেন হাওকিপকে বেলা দুই থেকে তিনটার মধ্যে সশস্ত্র আততায়ীরা গুলি করে হত্যা করেছে। ঘটনা চূড়াচাঁদপুর জেলায় তাঁর গৃহগ্রামে সংঘটিত হয়েছে। কোবরা ব্যাটালিয়নের ডেল্টা কোম্পানির কনস্টেবল চোনখোলেন হাওকিপ ছুটিতে তাঁর বাড়ি এসেছিলেন।পুলিশের শীর্ষ সূত্র জানিয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পারিপার্শকি পরিস্থিতি এখনও তদন্তাধীন। তবে প্রথামিক তদন্তে জানা গেছে, পুলিশের পোশাক পরে কতিপয় অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্ত ওই গ্রামে হানা দিয়ে কোবরা ব্যাটালিয়নের ডেল্টা কোম্পানির কনস্টেবল চোনখোলেন হাওকিপকে গুলি করে খুন করেছে।

শ্রমিক

● **প্রথম পাতার পর**

শ্রমিকেরা রাজমিস্ত্রির কাজ করে ,দ্বিতল ভবনের রডের কাজ করতে গিয়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ এর তারের মধ্যে রডের সংস্পর্শ লাগে ,এতেই বাধে বিপত্তি বিদ্যুৎ এর শক খেয়ে দ্বিতল ভবন থেকে ছিটকে পড়ে যায় রাস্তায়। এর ফলে মাথা পেছনের দিক ফেটে গিয়ে রক্তক্ষরন শুরু হয়। অন্যান্য শ্রমিকেরা সাথে সাথে রাজমিস্ত্রি সুকান্ত দাসকে নিয়ে আসে বিলোনিয়া হাসপাতালে আহত সুকান্ত দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর সাথে সাথে কর্তব্যরত চিকিৎসক গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়।

'ডিএ-র মিছিল নয়, রাজনৈতিক সমাবেশ', কটাক্ষ তৃণমূলের

কলকাতা, ৬ মে (হি.স.) : শনিবার কলকাতার রাজপথে ডিএ আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'এটা মহামিছিল নয়, ছিল রাজনৈতিক সমাবেশ।' প্রসঙ্গত, বকেয়া ডিএ-র দাবিতে কলকাতার রাজপথে মহামিছিলের ডাক দিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। শনিবার হাজরা মোড় থেকে শুরু হয় মিছিল। হরিশ চ্যাটার্জি রোড ছুঁয়ে হরিশ মুখার্জি রোড ধরে মিছিল এসে শেষ হয় হাজরাতে। সেখানেই ডিএ মঞ্চে একে একে বক্তৃতা রাখেন আবদুল মান্নান, শুভেন্দু অধিকারীরা।

শনিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করেন কুণাল ঘোষ ও শশী পাঁজা। সেই বৈঠক থেকে একযোগে ডিএ মিছিল নিয়ে তোপ দাগেন। কুণাল বলেন, 'ডিএ নিয়ে কারওর দাবি বা বক্তব্য থাকতেই পারে, এটা গণতান্ত্রিক অধিকার। মুখ্যমন্ত্রী খুব স্পষ্ট করে অবস্থান জানিয়ে দিয়েছেন। এটা ছিল বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেসের অতৃপ্ত আত্মাদের রাজনৈতিক সমাবেশ।' কুণাল আরও বলেন, 'যদি এটা সরকারি কর্মচারীদের দাবিদাওয়ার মিছিল হতো তবে সেটার ভাষা অন্যরকম হত।' এখানেই থেমে থাকেননি কুণাল। তিনি আরও বলেন, 'ডিএ চাই, কিন্তু একবারও কেউ বলছে না কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার বকেয়া দাও। আজকের মিছিলেও কেন্দ্রের বকেয়া নিয়ে লেখা একটাও প্ল্যাকার্ড দেখা গেল না।'

ধৃত তিন

● **প্রথম পাতার পর**

হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ নেশা সামগ্রী পাচারে ব্যবহৃত গাড়িটিও আটক করে থানায় নিয়ে গেছে, জানান তিনি।

নেশার বিরুদ্ধে

● **প্রথম পাতার পর**

করা হয়েছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনও প্রশংসনীয় কাজ করছে বলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে জানান।

আত্মঘাতী মা

● **প্রথম পাতার পর**

অশান্তি। যার পরিণতিতেই নিষ্পাপ দেড় বছরের মেয়ে ও মার মৃত্যুর ঘটনা। ঘটনাটি কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া বিরাজ করছে। এই মর্মান্তিক ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

উদ্যোগ

● **প্রথম পাতার পর**

প্রদ্যোতের দাবি। এদিকে, আজ বিরোধী দলনেতা অনিমেষ দেববর্মা বলেন, মণিপুরে ২৯৯ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন কলেজে পাঠরত রয়েছেন। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় কৃষি মহাবিদ্যালয়ে ৪৮ জন, মেডিকেল, ডেন্টাল এবং নার্সিং পড়ুয়া ২৩১ জন এবং এনআইটি ও এমআরইটি-তে অধ্যায়ণ করছেন এমন ২০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৫০ জনকে ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনার জন্য এডিসি প্রশাসন উদ্যোগী হয়েছে। এদিন তিনি মণিপুর থেকে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ বিমানে ফিরিয়ে আনার ত্রিপুরা সরকারের পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন।

যুবকের

● **প্রথম পাতার পর**

মহকুমা হাসপাতালে তাঁর সহকর্মীরা। কিন্তু চিকিৎসা শুরুর আগেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

খবর পেয়ে তাঁর পরিবারের সদস্য এবং বিজেপি যুব মোর্চার কর্মীরা হাসপাতালে ছুটে যান। যুব মোর্চার একনিষ্ঠ কার্যকর্তা হিসেবে এলাকায় তাঁর ভীষণ সুখ্যাতি ছিল। তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুতে সকলেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আনা হচ্ছে রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর**

দেখা দিয়েছিল। কারণ, ইমফল থেকে সমস্ত বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না। তাই, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে সহায়তায় আবেদন জানিয়েছিলাম। খুব দ্রুততর সাথে ওই আবেদনে কেন্দ্রীয় সরকার সাড়া দিয়েছে। তাঁর দাবি, তিনটি বিশেষ বাণিজ্যিক বিমানে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছে।

তিনি জানান, আজ মধ্যরাত ১২ টা ১৫ মিনিট নাগাদ বিশেষ বিমান ১৭১ জনকে নিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। বিমানবন্দরে তাঁদের অভ্যর্থনায় ত্রিপুরা মন্ত্রিসভার একজন সদস্য এবং কয়েকজন আধিকারিক উপস্থিত থাকবেন। অন্যদিকে, অপর একটি বিমান কেন্দ্রীয় কৃষি মহাবিদ্যালয়ের ৩৭ ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে মধ্যরাত ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবে। গুয়াহাটি থেকে আগামীকাল দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট বিমান আগরতলায় পৌছাবে। এক্ষেত্রে গুয়াহাটি ত্রিপুরা ভবনের রেসিডেন্ট কমিশনার তাঁদের থাকা এবং পুণরায় বিমানে আগরতলায় আসার সমস্ত ব্যবস্থা করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্ত আয়োজন সত্বেও ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের বিমানবন্দরে নিতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু, মণিপুরের এখন ত্রিপুরা থেকে সিআরপএফ একটি ব্যাটেলিয়ান জরুরি ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। ফলে, সিআরপিএফের আইজি-র মাধ্যমে যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর দাবি, আজকেও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ত্রিপুরার সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের নিরাপদে বাড়ি ফিরতে সহায়তা করবেন। এছাড়া যাঁরা মণিপুর থেকে ত্রিপুরায় ফিরবেন না, তাঁদেরও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবেন।

এদিন ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন জানিয়েছেন, একজন বরিষ্ঠ পুলিশ আধিকারিক এবং সাধারণ প্রশাসনের বরিষ্ঠ আধিকারিকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম মণিপুর পাঠানো হয়েছে। তাঁরা বিমানবন্দর এবং কলেজের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের রাজ্যে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় ব্যবস্থা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাঁরা আরও ২/৩ দিন সেখানে থাকবেন। ত্রিপুরার অন্য কেউ যদি ফিরতে চান তাহলে তাঁরা সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। জানা গেছে, ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস পঞ্চম ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট অনন্ত দাস এবং পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দফতরের অধিকর্তা ডা. সুপ্রিয় মল্লিকের নেতৃত্বে বিশেষ টিম মণিপুর গেছে। এদিকে, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরার হেল্পলাইন নম্বরে ৭৭ জন যোগাযোগ করেছেন।

মমতার সরকারকে 'টাইট' দিতে ডিএ আন্দোলনের মঞ্চে পরামর্শ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৬ মে (হি. স.) : "আপনাদের হাতে কলম আছে। কলমের খাপ বন্ধ করলেই টাইটটা হবে।" শনিবার হাজরা মোড়ে মহার্ঘ ভাতা (ডিএ)-র দাবিতে আন্দোলন করা সরকারি কর্মচারীদের মঞ্চে গিয়ে এই কৌশল খোলসা করলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। কৌশলের অস্ত্র কী হবে, তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে 'টাইট' দেওয়ার কৌশল তাঁর জানা আছে বলে সম্প্রতি একাধিক বার দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু তাঁদের পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, "সরকারের সঙ্গে লাগাতার অসহযোগের পথে হাঁটলে সরকার এমনিতেই সমস্ত দাবিদাওয়া মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।"আন্দোলনকে আরও জোরদার করতে যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদেরও এই আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান শুভেন্দু। বর্তমান তৃণমূল সরকারকে হটাতে ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকেও সকলকে আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর আর্জি জানান তিনি। বলেন, "আপনারা মারপিট করার কোনও কর্মসূচি নেবেন না।" তার পরেই রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, "এরা নিষ্ঠুর, এরা বর্বর, এরা যে কোনও সময় খুন করতে পারে। ট্রিগার হ্যাপি এরা।"ডিএ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে পরামর্শ দিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, "নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। স্ত্রী-পুত্র, পরিবার, বাবা আছে। অনশন করে শরীর নষ্ট করা যাবে না।"অবশ্য এই প্রথম নয়, এর আগেও শহিদ মিনারে ডিএ আন্দোলনকারীদের অবস্থানমঞ্চে গিয়ে সরকারি কর্মচারীদের একটানা কর্মবিরতির পথে হাঁটার 'পরামর্শ' দিয়েছিলেন শুভেন্দু। আন্দোলনকারীদের আইনি লড়াইয়ে পাশে থাকারও আশ্বাস দিয়েছিলেন। শনিবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং হাজরা মোড়ের মঞ্চ থেকে আরও একধাপ এগিয়ে ডিএ নিয়ে গণআন্দোলন জোরদার করার ডাক দেন তিনি।

কালিয়াগঞ্জকাণ্ড নিয়ে এবার সিবিআই তদন্তের দাবি ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীদের

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৬ মে (হি. স.) : কালিয়াগঞ্জকাণ্ড নিয়ে এবার সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীরাও। শনিবার দুপুরে কালিয়াগঞ্জের সাহেবঘাটায় যান সংঘের একদল সন্ন্যাসী।

এদিন ৫০ জন আসার কথা থাকলেও এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি থাকায় পুলিশি নিষেধাজ্ঞায় হাতে গোনা কয়েকজন সন্ন্যাসী প্রথমে সাহেবঘাটায় নিহত নাবালিকার বাড়িতে যান। পরে তারা রাধিকাপুরে নিহত মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের বাড়িতেও যান। এলাকার শান্তি বজায় রাখার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি দুই ঘটনাতেই সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন তাঁরা। পাশাপাশি নিহত মৃত্যুঞ্জয়ের শিশুর লেখাপড়ার দায়িত্ব নেওয়া হবে বলে জানান তারা।

সেবাশ্রম সংঘের পরিচালন সমিতির সদস্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ বলেন, "সমাজের দুর্দিনে আমরা ঘরে বসে থাকতে পারি না। সত্য উদঘাটন হওয়া দরকার। তদন্ত হওয়া দরকার। সিবিআই তদন্ত দরকার। আজকে বাংলার বুকে যেটাই সিবিআই তদন্ত হচ্ছে সত্য বেরিয়ে আসছে।" অন্যদিকে নিহত মৃত্যুঞ্জয় বর্মনের পরিবারের বাড়িতে না থাকার বিষয়েও সরব হন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সন্ন্যাসীরা। বলেন, "যে বাচ্চাটি যাতে লেখাপড়া থেকে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভারত সেবাশ্রম গ্রহণ করবে। যতদূর পড়তে চায় সব সহযোগিতা করব।"

দল ছাড়লেন রামপুরহাটের যুব তৃণমূল নেতা

রামপুরহাট, ৬ মে (হি.স.) : রামপুরহাটে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়লেন যুব সাধারণ সম্পাদক সঙ্কেত সেনগুপ্ত। শুক্রবার তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের ব্লক সভাপতি রিয়াজুল হক দল ছাড়েন। ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই ফের ভাঙন তৃণমূলে। এবার যুব তৃণমূলের রামপুরহাট শহর কমিটির সাধারণ সম্পাদক সঙ্কেত সেনগুপ্ত পদত্যাগ করলেন। শনিবার দুপুরে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোষ্ট ও ভিডিও বার্তায় পোষ্ট করে দল ছাড়ার বিষয়টি ঘোষনা করেন তিনি। পারিবারিক অসুবিধা ও শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে তিনি দল ছাড়ার কথা ঘোষনা করেন তিনি। তাঁর এই পদতাগের জেরে রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে রামপুরহাট জুড়ে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অনুব্রতহীন বীরভূমে তৃণমূলে ভাঙন অনেকটাই ব্যাকফুটে শাসকদল। অন্যদিকে, এদিন অভিষেককে ঘিরে বিপুল উন্মাদনা দেখা গেল মুর্শিদাবাদের লালবাগে। এদিন কাটরা মসজিদে অভিষেক পৌঁছতেই বাঁধভাঙ্গা উচ্ছাস শুরু হয় তৃণমূল শিবিরে। রাস্তার দুদিকে হাজার হাজার কর্মী সমর্থক সহ লালবাগের মানুষ হাত নাড়িয়ে সম্বর্ধনা দিলেন অভিষেককে। এদিন লালবাগে কাটরা মসজিদে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেয়ার কথা ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কিন্তু বেলা গড়িয়ে লালবাগ পৌঁছানোয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। লালবাগ থেকে দৌলতাবাদ হয়ে ইসলামপুর রোড শো রয়েছে এবং ডোমকলে জনসভা রয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

করিমগঞ্জে প্রাক্তন সৈনিক সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির দরখাস্ত আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম), ৬ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার প্রাক্তন সৈনিক সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। জেলা সৈনিক কল্যাণ আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, স্থল সেনা, নৌ—সেনা এবং বিমানবাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক সন্তানদের জন্য এই শিক্ষা বৃত্তি সৈনিক ওয়েলফেয়ার অধিকরণ থেকে দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে বিশদ বিবরণ এবং আবেদনপত্রের জন্য করিমগঞ্জ জেলা সৈনিক কল্যাণ আধিকারিকের কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লীগ

হার্ভেকে হারিয়ে প্রথম জয় ওপিসি-র

ওপিসি:- ২৩২/৮(৫০) হার্ভে:- ১৬৫/১০(৪৯.১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ওল্ড প্লে সেন্টার। দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়। অপরদিকে পরাজয়ের হ্যাটট্রিক করলো হার্ভে ক্লাব। টানা ৩ ম্যাচে পরাজিত হয়ে গ্রুপে একেবারে শেষের স্থানে রয়েছে হার্ভে। শনিবার ও পি সি-র বিরুদ্ধে ৬৭ রানে পরাজিত হলো হার্ভে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ও পি সি-র গড়া ২৩২ রানের জবাবে হার্ভে ১৬৫ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের দুর্লব রায় প্রথমে ব্যাট হাতে ৫৯ রান করার পর বল হাতে ২ উইকেট নিয়েছেন। শনিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ও পি সি নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৩২ রান করে। দুর্লব রায়ের দুরন্ত অর্ধশতরান ও পি সি-কে দুশত রানের গন্ডি পার করাতে মুখ্য ভূমিকা নেন। দুর্লব ৯০ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯, আকাশ আনন্দ ৫৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭, সাহিল সুলতান ৬২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, নবারুন চক্রবর্তী ৫৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৩, রিতায়ন দে ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২, সুজিত চন্দ ১৩ বল খেলে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২২ রান। হার্ভের পক্ষে তথাগত চক্রবর্তী (৪/৩৪) এবং আকাশ কুমার সিং (৪/৫৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে হার্ভে ৪৯.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৬৫ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে আকাশ কুমার সিং ৩৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, সমীর দেববর্মা ৫৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০, প্রভাত যাদব ৫৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭, প্রতীক দেববর্মা ৩৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করেন। ও পি সি-র পক্ষে মতি ত্রিপুরা (২/১৭), দুর্লব রায় (২/২৩) এবং রাহুল চন্দ্র সাহা (২/৪২) সফল বোলার। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের সৌজন্যে দুর্লভ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

স্কুল স্পোর্টস বাস্কেটবল এ.ডি নগর পুলিশ গ্রাউন্ডে ১০মে থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। রাজ্য স্তরীয় স্কুল স্পোর্টস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা এবার অনুষ্ঠিত হবে এ.ডি নগর পুলিশ গ্রাউন্ডে। বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে অনূর্ধ ১৭ বছর রাজ্য স্কুল স্পোর্টস বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা ১২ মে পর্যন্ত চলবে। তিন দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে ১০ মে এ.ডি নগর পুলিশ গ্রাউন্ডে। এ বিষয়ে সম্প্রতি সাংগঠনিক কমিটির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও, এই প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পেট্রন গ্রুপ এবং অর্গানাইজিং কমিটি ছাড়াও বেশ কয়েকটি সাব কমিটিও গঠন করা হয়েছে। পশ্চিম জেলা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের জয়েন্ট সেক্রেটারি অপু রায় এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন, পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও

অমরপুরে ক্রিকেট রামকৃষ্ণের হাত ধরে বড় জয় জুপিটার ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। রামকৃষ্ণ জমাতিয়ার অলরাউন্ড পারফরম্যান্স। আর তাতেই বড় ব্যবধানে জয় পেলো জুপিটার ক্লাব। ১৮৩ রানে পরাজিত করলো ডালাক ভি সি-কে। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে জুপিটার ক্লাবের গড়া বিশাল ৩০৪ রানের জবাবে ডালাক ভি সি মাত্র ১২১ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের রামকৃষ্ণ জমাতিয়া প্রথমে ব্যাট হাতে ১৩৩ রান করার পর বল হাতে ৪ উইকেট নিয়েছেন। সঙ্গত কারনে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় রামকৃষ্ণ জমাতিয়াকে। শনিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেম জুপিটার ক্লাব ৪৯.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে বিশাল ৩০৪ রান করে। দলের পক্ষে রামকৃষ্ণ জমাতিয়া ১৩১ বল খেলে ১৮ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩৩, মলীন্দ্র সাধন জমাতিয়া ৫৬ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৬৫ এবং কিশোর কুমার জমাতিয়া ৩১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৬১ রান। ডালাক ভি সি-র পক্ষে অজয় জমাতিয়া (৪/৬৫) এবং আরিফ চৌধুরি (২/৫১) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে ১২১ রান করতে সক্ষম হয় ডালাক ভি সি।দলের পক্ষে অজয় জমাতিয়া ৫২ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৫, রাজেন্দ্র কিশোর জমাতিয়া

মাস্টার্স পাওয়ার লিফটিং-এ এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরার অমরদ্বীপ দেববর্মা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। এশিয়ান চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেলেন ত্রিপুরার অমরদ্বীপ দেববর্মা। অমল কুমার ঘোষের পর অমরদ্বীপ দেববর্মাও এশিয়ান আসরে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছে। যদিও প্রতিনিধিত্ব করেছেন দেশের হয়ে। স্বর্ণপদক বিজয়ের পর জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেশকে সম্মান এনে দিতে পেরেছে বলে অমল কুমার ঘোষের পাশাপাশি অমর দেববর্মা ও অত্যন্ত আনন্দিত। আরও সাফল্যের প্রত্যাশা করে দুজনেই সমগ্র ক্রীড়প্রেমীদের কাছে উৎসাহ প্রার্থী।

কেরলের আলাপোজ্জাতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতার মাস্টার্স বিভাগে। আসরের ষষ্ঠ দিনে আজ, শনিবার অল ডিপার্টমেন্ট মাস্টার থ্রি ১২০ ক্লাস বিভাগে অমরদ্বীপ দেববর্মা স্বর্ণপদক পেয়েছেন। উল্লেখ্য, চার দিন আগে ২রা মে ১ টি স্বর্ণ সহ ৪ টি পদক জয় করে দেশের পাশাপাশি রাজ্যের নামও উজ্জ্বল করেছিলেন অমল কুমার ঘোষ। মাস্টার্স -থ্রি বিভাগের ৬৬ কেজিতে বেঞ্চ প্রেসে স্বর্ণ পদক জয় করেন অমল। এছাড়া, ব্যাক স্কোয়াড, ডেড লিভ এবং ওভার অল বিভাগে রৌপ্য পদক জয় করেন রাজ্যের গর্ব ওই মাস্টার্স পাওয়ার লিফটার। অমল কুমার ঘোষ ও অমরদ্বীপ দেববর্মার দুরন্ত সাফল্যে খুশি রাজ্যের পাওয়ার লিফটাররাও। রাজ্য সংস্থার সচিব নারায়ন চন্দ্র দেবনাথ সাফল্য অর্জনকারী দুজন লিফটারকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, রাজ্য দল তথা ভারতীয় দলের সঙ্গে কোচ হিসেবে ত্রিপুরার শান্তনু সূত্রধর এবং ম্যানেজার প্রিয়তোষ দাসও রয়েছেন কেরালায়। স্পন্সরের ভূমিকায় এগিয়ে আসা দুবাইবাসী বাংলাদেশের নাগরিক মোঃ তারিক উজ্জামানও দারুণ খুশি অমল কুমার ঘোষ ও অমর দীপ দেববর্মার সাফল্যের খবর পেয়ে।

উদীয়মান-প্রেসক্লাবের প্রীতি ফুটবল ম্যাচ ৯ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। স্থানীয় উদীয়মান সংঘের আমন্ত্রণে আগামী ৯ মে আগরতলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক ফুটবলাররা একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচে অংশ নিতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষে আগরতলা প্রেসক্লাবের ফুটবল দল গঠনের জন্য আগামীকাল বিকেল চারটায় সাংবাদিক ফুটবলারদের আস্তাবল মাঠে সিনিয়র সাংবাদিক সুপ্রভাত দেবনাথের কাছে রিপোর্ট করতে বলা হচ্ছে। এদিকে, আগামী জুন- জুলাই মাসে বিগত সময়ের মতো আগরতলা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে জেলা ও মহকুমা স্তরের প্রেসক্লাব সমূহকে নিয়ে আন্তঃ প্রেসক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। জেলা/ মহকুমা স্তরের প্রেসক্লাব সমূহের প্রতিনিধিদের আগামী ৩১ মে-র মধ্যে সাংবাদিক সন্তোষ গোপ-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জেনে নাম নথিভুক্ত করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। আজ দুপুরে আগরতলা প্রেসক্লাবের স্পোর্টস সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত বিশেষ বৈঠকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্পোর্টস সাব কমিটির কনভেনার অভিষেক দে এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন।

এ-ডিভিশন লীগ ক্রিকেটে পোলস্টারকে হারিয়ে জয় অব্যাহত চলমান সংঘের

পোলস্টার:- ১১১/১০(৩৯.৫)

চলমান:- ১১২/৪(২৮.৩)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো তপন দেব-এর চলমান সঙ্ঘ। টানা দুই ম্যাচে জয় পেয়ে আপাতত লিগ টেবিলের শীর্ষে চলমান সঙ্ঘ। কৃষ্ণধন নম:র বিষাক্ত স্পিনের ছোবলে কুপোকাৎ হলো পোলস্টার ক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সন্তোষ স্মৃতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চলমামন সঙ্ঘ ৬ উইকেটে পরাজিত করে পোলস্টার ক্লাবকে। পোলস্টারের গড়া ১১১ রানের জবাবে চলমান সঙ্ঘ ২৮.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলেনেয়। বিজয়ী দলের কৃষ্ণধন নম: ৫ উইকেট নেন। সঙ্ঘত কারনে কৃষ্ণধনকে ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। শনিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে পোলস্টার ক্লাব ৩৯.৫ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১১১ রান করতে সক্ষম হয়। শুরু থেকেই নড়বড়ে চিলো পোলস্টারের ইনিংস। দুই ওপেনার অমরেশ দাস এবং কিষান মুড়াসিং চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন। দলের পক্ষে শিবম পান্ডে ৬৩ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫,নীহাল চন্দ্র শ্রীবাস্তব ৪০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং মহ: আলবাহার ২০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। চলমান সঙ্ঘের পক্ষে কৃষ্ণধন নম: (৫/৩৫) এবং জয়দেব দেব (৩/৮) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে চলমান সঙ্ঘ ২৮.৩ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে তন্ময় ঘোষ ৩৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮ (অপ:), সোমেন মাহান্তি ৬০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৮, আরমান হুসেন ৪৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩ এবং দলনায়ক লক্ষ্মণ পাল ২৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ রান করেন। পোলস্টারের পক্ষে দ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য (২/২৪) সফল বোলার।

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIe-T NO: 8 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated : 03/05/2023
The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalt of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from reputed resourceful manufacturer /authorized dealers/ authorized Sales and Service provider of OTIS/THYSSENKRUPP/KONE/ JHONSON Lift Pvt.Ltd /SCHINDLER/MISTUBISHI/reputed and leading manufacturers complying the special Terms & condition attached with the tender documents strictly and have a good infrastructure at Agartala as well as having experience in similar nature of work in Government/ Government undertaking buildings for the following work:
Name of work: Providing, Installation, Testing and Commissioning of 1(One) No. Electrical Traction type minimum 13 Passenger capacity, G+3 type passenger lift at general entry(in between Block-6 & 7) of Secretariat Building, Agartala
1. Estimated Cost: Rs 24,00,000.00
2. Earnest Money: Rs 48000.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 20/05/2023 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
Executive Engineer
Mechanical Division, Agartala
ICA/C-371/23

GOVERNMENY OF TRIPURA
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 03/PNIeT/EE/PWD/SBM/DIV/2023-24
Dated- 28-04-2023.
The Executive Engineer, Sabroom Division PWD (R & B), Sabroom, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central up to 1.30 P.M. on 12-05-2023 for the following work: -

SL NO.	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIeT No: 04/NIT/SE-III/R/2023-24.	Rs. 62,44,052.23	Rs.1,24,881.00	120 Days	Up to 1:30 P.M. on 12-05-2023.	At 2:00 P.M. on 12-05-2023.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in.
Bid(s) shall be opened through online in e-procurement portal by respective bid openers on behalf of the Executive Engineer, Sabroom Division, PWD (R&B), Sabroom, South Tripura and the same shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in, However, intending bidders and other bidder may like to be present at the bid opening for any enquiry. Please contact by e-mail to eepwdsbm2015@gmail.com.
For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer
Sabroom Division, PWD(R&B)
Sabroom, South Tripura.
ICA/C-367/23

PRESS NIeT. NO. 02/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24
Dated, 01/05/2023
The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES // CPWD / Railway / P&T /Other State PWD /Registered Vhicle owner (for S| No.1, 2) / Trade Licence, Three Phase Connection, Electricity Bill (Any of last Three Month) (for Sl. No. 5,7) Central & State Sector undertaking and Experience certification (Completion Certificate) of Simular Nature of Work along with work order copy (for Sl. No. 5, 7, 6, 9) for the following works :~

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT No. 09/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 445,500.00	₹ 8,910.00
2	DNIeT. No. 10/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 445,500.00	₹ 8,910.00
3	DNIeT. No. 11/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 1,741,405.00	₹ 34,828.00
4	DNIeT. No. 12/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 1,426,530.10	₹ 28,531.00
5	DNIeT. No. 13/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 607,361.10	₹ 12,147.00
6	DNIeT. No. 14/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 1,234,870.00	₹ 24,697.00
7	DNIeT. No. 15/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 1,336,971.00	₹ 26,739.00
8	DNIeT. No. 16/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 1,304,838.00	₹ 26,097.00
9	DNIeT. No. 17/EE/DWS/DIVN/UDP/2023-24	₹ 297,000.00	₹ 5,940.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 25-05-2023
Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 on 25-05-2023 if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS Sub-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/ Killa/Rig/Amarpur/ Karbook/Ompi and the website https:// www.tripuratenders.gov.in
(Er. Goutam Reang)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura
ICA/C-363/23

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No.: 01/EE/PWD(DWS)/KMP/2023-24 Date: 02.05.2023
The Executive Engineer, DWS Division, Kamalpur, Dhalai Tripura on behalf of the 'Governor of wripura', invites online percentage /-item rate e- -tender in single ##we bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAAD•/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central for the following work:

Sl. No.	Name of Work
1	Construction /Retrofitting of piped water supply scheme under JJM/SH: Quality improvement of drinking water supply by way of construction of 11 (eleven) Nos. of 2500 GPH capacity package type IRP in/c allied civil, mechanical, elecjrical works etc. complete in all respects at different places under the jurisdiction of DWS Division, Kamalpur under Dhalai Tripura District, Tripura during the year 2023-24. DNIeT No: 12 /SE/DWS/C/AMB/2023-24 Estimated Cost: Rs. 1,40,33,623.00 Earnest Money:- Rs. 2,80,672.00 Bid Fee: Rs. 4000.00 Last date & time for online Bidding: 03-06-2023 up to 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in and https://etenders.gov.in
Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur,
Dhalai Tripura
ICA/C-388/23

PNIe T No: 06/PROCURE/EE/RD-BSGD/SPJ/2023-24/545 dt- 03/05/2023
On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, RD Bishramganj Division, Government of Tripura invites item wise separate e-tender(two bid) from the eligible bidders up to 3 PM of 12/05/2023 for i) Procurement of machine made PVC Wire Crates [(chain link type Of 6/8 SWG) having 12/8 SWG G.I. Wire inside PVC wire crates of size 1.50 m X 0.60 m X 0.45 m with mesh 80mm x 80 mm square size. Each PVC Wire Crates average weight = 14 kg] at various construction worksites of 7(seven) nos R.D Block under the jurisdiction of R.D Bishramganj Division, Sepahijala District.
For any enquiry, please contact by e-mail to eerdbsg@gmail.com or for any uploading/e-bidding problem contact at 0381-2867244 during office date and hour only.
(Er. Dibakar SHil)
Executive Engineer
RD Bishramganj Division,Sepahijala
ICA/C-384/23

NOTICE INVITING E-TENDER
e- -Tender for Unakoti District is. invited. for determining the single F.O.R. up to Main seed store of different Agri/Horti Sub Division of Unakoti District for supply Arecanut seedling of specified physical & health standard from the nursery man/firm having valid license of State Govt. under "Tripura Horticultural Nursery (Regulation)Act' 2013".

Sl. No.	Name of the Work	Tender Value (Rupees)	Earnest money (Rupees)	Completion of supply	Document download and Bid submission end date & time	Bid opening date	Place of Bidding
1	Supply of 27,000 Nos. of Arecanut Seedling **Variety:-** Mongala / Sumongala / local	3,24,000/-	16,200/-	20 days	24.05.2023 at 5.30 PM	25.05.2023. 11.30 AM	https://tripuratenders.gov.in

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https:// tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding after the scheduled date and time of Bid Submission. Submission of bids physically is not permitted.
Earnest Money deposit (EMD) of Rs. 16,200/-and Tender Fee of Rs.500/- (one time) are to be paid in favour of Deputy Director of Horticulture, Unakoti District online in portal.
Bid(s) shall be opened through online by respective designated Bid openers on behalf of the Deputy Director of Horticulture, Unakoti District and the same shall be accessible by intending through website ddhunakoti@gmail.com https://tripuratenders.gov.in.
(Ar. Bidya Mohan Chakma)
Deputy Director of Horticulture
Unakoti District, Kumarghat
ICA/C-379/23

Notice for Inviting Tender
Sealed Tender is invited for supply of grafted" planting materials of Jackfruit for 4000 Nos. quantity of specified physical & health standard from the nursery man/firm having valid license of State Govt. under "The Horticultural Nursery Regulation Act'2013".
Tender form will be available from office of the Dy. Director of Horticulture, Sepahijala, Bishalgarh from 15-05-2023 to 29-05-2023 up to 4.00 P.M. in all working days on payment of Rs. 200/- (Non refundable).
Tenders/bidders will submit technical & financial bid separately in sealed envelope to the O/o the undersigned within 29-05-2023 up to 4.00 P.M.
The financial bid will be opened latter on in respect of following nursery man who will qualify technically in the technical bid only
Tender opening date 12:00 Noon on 30.05.2023, if possible.
The Earnest money deposit Rs. 2500/-.
There will be no pre-bid meeting with the bidders.
The details of the tender is available at www.agri.tripura.gov.in, & www.horti.tripura.goy.in
(Ar. P.P Roy)
Dy. Director of Horticulture
Sepahijala District, Bishalgarh
ICA/C-374/23

নিখোঁজ সংবাদ
Ref :- Bishalgarh PS GDE No.26 dated, 25/04/2023
উপরিউক্ত ছবিটি শ্রী প্রসেনজিৎ সিনহা, বয়স- ৪৫ বছর, পিতা- শ্রী রাধারমন সিনহা, সাং- কলকলিয়া, থানা- বিশালগড়, সিপাহিজলা ত্রিপুরা, বক্তিটির উচ্চতা - ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, গায়ের রং- শ্যামলা, চুল - কালো পড়নে নীল রং এর গেঞ্জি এবং কালো পেন্ট। উক্ত ব্যক্তিটি গত ১৮-০৪-২০২৩ ইং তারিখ হইতে নিখোঁজ।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তি সম্পর্কে কাহারোও কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।ক
১) পুলিশ সুপার সিপাহীজলা, ত্রিপুরা।
দুরভাষ নম্বর ঃ ৬০৯৯৪২০৬০৪ (এস পি ডি আই বি সিপাহীজলা)
৯৬৭৪৪৫০৬১৮ (ও সি বিশালগড় থানা)
পুলিশ সুপার
সিপাহীজলা, ত্রিপুরা, বিশ্রামগঞ্জ
ICA-D-170/23

সন্ধান চাই
Ref :- Jirania PS GDE No-14 dated, 01/052023
পাশের ছবিটি শ্রী দেবাশীস সরকার পিতা, মৃত জহরলাল সরকার এবং বড়জলা থানা জিরানিয়া বয়স, - ২২ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, হায়ের রঙ শ্যামলা পরনে জিন্স পেন্ট এবং সাদা সার্ট। গত ২৪/৪/২০২৩ ইং তারিখ উক্ত পুরুষ লোকটি তার নিজ বাড়ি হতে একটি ব্যাগ সহ বের হয় কাউকে কিছু না জানিয়ে কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়িতে ফিরে আসেনি। বহু খোঁজা খুঁজি কররত্রা পরও পুরুষ ব্যক্তির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত ব্যক্তি সম্পর্কে কাহারোও কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল- ০৩৮১২৩২৫৭৮৪/১০০
৩) বোধজংনগর থানা - ০৩৮১২৩৯৬৭৮৭
পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা
ICA-D-165/23

দেশে শক্তিশালী যোগাযোগ ও দুর্দান্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করেছে বিজেপি : নরেন্দ্র মোদী

বাদামি, ৬ মে (হি.স.): জমে উঠেছে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার। হাতে আর মাত্র কিছু দিন বাকি, আগামী ১০ মে কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচন। জোরকদমে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছে বিজেপি ও কংগ্রেস-সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল। নির্বাচনী প্রচারের পাশাপাশি রোড শো করছেন বিভিন্ন দলের নেতারা।
এবার বেঙ্গালুরুতে বিরাট রোড শো করলেন প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে বেঙ্গালুরুতে ২৬-কিলোমিটার দীর্ঘ রোড শো করেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীকে একঝলক দেখার জন্য রাস্তার দুই ধারে উপস্থিতি ছিল বিশাল সংখ্যক মানুষের। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ চোখে পড়েছে। ভিড় উদ্দেশ্যে করে মাঝেমধ্যেই হাত নাড়েন প্রধানমন্ত্রী। 'মোদী মোদী' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে বেঙ্গালুরুর রাজপথ।
দেশে শক্তিশালী যোগাযোগ ও দুর্দান্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করেছে বিজেপি। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী। শনিবার কর্ণাটকের বাদামিতে একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে, ডেটা/ইন্টারনেটের খরচ ছিল প্রতি জিবি প্রায় ৩০০ টাকা। এখন নেমে এসেছে প্রতি জিবি ১০ টাকা। বিজেপি দেশে শক্তিশালী যোগাযোগ এবং দুর্দান্ত পরিকাঠামো নিশ্চিত করেছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কংগ্রেসের অপকর্মের কারণেই আমাদের দেশ কয়েক দশক ধরে পিছিয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের শাসনকালে যে রোগগুলি শক্তিশালী হয়েছিল, এখন বিজেপি সেই রোগের স্থায়ী চিকিৎসা দিচ্ছে। মোদী বলেছেন, বিজেপি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় নিবেদিত। আমরা দেশের বিভিন্ন ট্যুরিস্ট সার্কিট নির্মাণ ও শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি; এটি বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, আজও কংগ্রেসের লোকজন ভারতকে দেশ ও বিশ্বে গণতন্ত্রের জননী বলার সাহস করে না, তারা কেবল ভারতের গণতন্ত্রকে আক্রমণ করে। এই দাসত্বের মানসিকতা থেকে এখন ভারত বেরিয়ে আসছে। বিজেপি সরকার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি নিবেদিত।

বদরপুরে পয়েন্ট থ্রি এমএম পিস্তল সহ ধৃত তিন যুবক

বদরপুর (অসম), ৬ মে (হি.স.) : করিমগঞ্জের বদরপুরে ঘটেছে এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। পিস্তল সহ তিন যুবককে গ্রেফতার করেছে বদরপুর পুলিশ। ঘটনা আজ শনিবার দুপুরের।গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এক খবর পেয়ে বদরপুর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে এংলাবাজার থেকে গ্রেফতার করে স্থানীয় নতুন বাজারের বাসিন্দা জনৈক মমিন উদ্দিন, মহম্মদ ইব্রাহিম, জয়নাল আহমেদকে। তাদের কাছে থেকে উদ্ধার হয় পয়েন্ট থ্রি (.৩) এমএম পিস্তল এবং দুটি সক্রিয় গুলি।
করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস খবর জানিয়ে বলেন, সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পুলিশ নাকা চেকিং গড়ে স্কুটি সহ তিন যুবককে আটক করে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় পিস্তল। এর পর তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র মজুত ও পাচার সংক্রান্ত আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়। পিস্তলটি তারা নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর থেকে এনে এখানে বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিল, জানান পুলিশ সুপার। আরও তথ্য জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, জানান তিনি।

সোনামুড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে ঘুঘুর বাসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ৬ মে।। টাকা দিলেই মৃত ব্যক্তির জায়গা হয়ে যাচ্ছে অন্যের নামে। এটা যেন এক প্রকার ভূতুরে কান্ড। সোনামুড়া মহকুমা শাসক অফিসে এমন টাকার খেলা নতুন কিছু নয়। প্রায় ২৩ বছর আগে মৃত ব্যক্তির জায়গার নথিপত্র হয়ে গেল অন্যের নামে। সোনামুড়া রাঙামাটিয়া এলাকার আলী হোসেন মোল্লা ১৯৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তার রাঙামাটিয়া ভোলামুড়া এলাকায় প্রায় ছয় কানি টিলা ভূমি রয়েছে। উনার তিন ছেলে দীর্ঘ বছর ধরে ভোগ করে আসছে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি। হঠাৎ ২০২০ সালে মৃত আলী হোসেনের ছেলের ঘরের নাতি দিদারুল আলম বাব-দাদা সম্পত্তির নথিপত্র খতিয়ে দেখতে পায়, তাদের নিজেদের দখলকৃত প্রায় ছয় কানি টিলা ভূমি জনৈক অনিল চন্দ্র দাস নামের এক ব্যক্তি ২০২০ সালে তার নিজের নামে জায়গার পর্চা তৈরি করে নিয়েছে। যাতে বলা হয়েছে ২০১১ সালে মৃত আলী হোসেন মোল্লা জায়গা বিক্রি করেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে আলী হোসেন মোল্লা উল্লেখিত তারিখের প্রায় ২৩ বছর আগে অর্থাৎ ১৯৮৮ সালে মৃত্যুবরণ করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্যক্তি ২৩ বছর আগে মৃত্যুবরণ করলো সে কিভাবে ২৩ বছর পরে জায়গা বিক্রি করবেন? এই কান্ড দেখে হতবাক হয়ে পড়ে মৃত আলী হোসেন মোল্লার তিন ছেলে সহ গোটা পরিবার। তাদের অভিযোগ সোনামুড়া মহকুমা শাসক এবং ডিসি অফিস সহ তহশিলে টাকার বিনিময়ে এই ধরনের কাজ করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে তাদের পরিবারের লোকজন তাদের সেই জমির নিজস্ব কাগজপত্র দেখালেও ডিসি অফিস থেকে কোনো সাড়া দিচ্ছে না। এই নিয়ে জেলা শাসকের দারস্থ হয়েছে দিদারুল আলম। ফলে মহকুমা শাসক অফিসের এমন ভূতুড়ে কান্ড দেখে হতবাক মৃত আলী হোসেন মোল্লার পরিবার সহ এলাকার লোকজন।

নেশার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পশ্চিম জেলা শাসককে ডেপুটেশন মহিলা সংগ্রাম পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। শনিবার পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করে ত্রিপুরা মহিলা সংগ্রাম পরিষদ। মহিলা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদীকা রিজিয়া খাতুনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের মাধ্যমে রাজ্যে সরকারের উদ্দেশ্যে এই দাবী পত্র পেশ করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা জানান বাস্তবে একাংশ যুবক যুবতী, খেটে খাওয়া মানুষ সহ ছাত্র ছাত্রী নেশায় আশক্ত হচ্ছে। পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। কিছু অসাধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এর সঙ্গে যুক্ত বলে দাবী করেন তিনি। তাই দল মত নির্বিশেষে রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। সরকারকে আরো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদিকা।

বুধী গন্ডক নদীতে কিশোরের দেহ উদ্ধার

বেগুসরাই, ৬ মে (হি.স.) : বিহারের বেগুসরাইয়ে বুধী গন্ডক নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যাওয়া পাঁচ যুবকের মধ্যে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার অভিষেক কুমার ও কুলদীপ কুমার নামে দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
অন্যদিকে, শনিবার কিশোর উৎকর্ষ কুমারের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে, এসডিআরএফ এবং স্থানীয় ডুবুরিদের একটি দল মধ্যপুরার বাসিন্দা অশোক কুমার চন্দ্রবংশীর ১৯ বছর বয়সী আকাশ কুমার ওরফে ঋষভ কুমার এবং মুঙ্গের শাস্ত্রী নগরের বাসিন্দা ১৭ বছরের প্রিন্স কুমারের খোঁজ চলছে।.উল্লেখ্য, সাহেবপুর কামাল থানা এলাকার বিষ্ণুপুর আহক ঘাটে স্নান করতে গিয়ে এক ডুবন্ত কিশোরকে বাঁচাতে গিয়ে একে একে পাঁচজন ডুবে যায়। দীনেশ সিং চন্দ্রবংশীর বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির মধ্যে জলে ডুবে তার পরিবারের পাঁচ যুবক ও আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর পর মেয়ের বিয়ে স্থগিত করা হয়েছে।

রাজ্যের বাজারে আসতে শুরু করেছে বহিঃরাজ্যের আম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। রাজ্যের বাজারে আসতে শুরু করেছে সুস্বাদু রসালো আম। রাজধানীর আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজার বটতলা বাজার সহ সবকটি বাজারেই এখন আমের রমরমা। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন বাজারে আমের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তবে রাজ্যে এই মুহূর্তে আম জাম কাঁঠাল সহ অন্যান্য রসালো ফল উৎপাদিত হয় বহিঃ রাজ্য থেকে আমদানি করা আম সহ অন্যান্য ফলের চাহিদা কিছুটা কম বলে চালিয়েছেন ফল ব্যবসায়ীরা। তবে আর ১৫ দিন পর থেকেই গভীর রাজ্য থেকে আসা আমের চাহিদা দারুণভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছেন তারা।গরমের রসালো সুস্বাদু ফলের মধ্যে অন্যতম হল আম। ইতিমধ্যে রাজ্যের বাজারে এসে গেছে বিভিন্ন প্রজাতির সুস্বাদু আম। দাম কিছুটা বেশি হলেও ভালো মানের বিভিন্ন প্রজাতির আম মিলছে বাজারে। রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে আম বিক্রেতারা বিভিন্ন প্রজাতির আম নিয়ে বসে রয়েছেন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে। সংবাদ প্রতিনিধিদের ক্যামেরায় এই চিত্র ফুটে উঠেছে। মহারাজগঞ্জ বাজারের পাইকারি ফল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক জানান মহারাজগঞ্জ বাজারে ইতিমধ্যে যে সকল আম এসেছে সব গুলিই বহিঃরাজ্য থেকে এসেছে। বৈশাখ মাসে বিভিন্ন প্রজাতির আম আসে মাদ্রাস থেকে। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে আম আসে পশ্চিমবঙ্গের মালদা ও শান্তিপুর থেকে। লেংরা, ফজলি, হিম সাগর, লক্ষণ ভোগ এই সকল আম আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। তিনি আরও জানান বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে স্থানীয় বিভিন্ন ফল থাকার ফলে বহিঃরাজ্য থেকে আসা আমের চাহিদা কিছুটা কম থাকে। তাই এই সময়ে কম পরিমাণে আম আমদানি করা হয়। ফলে দাম কিছুটা বেশি। যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আমের দাম অনেকটা কমে যাবে বলেও জানান তিনি।

আটজন নতুন করোনা রোগীর সন্ধান মিলল ঝাড়খন্ডে

রাঁচি, ৬ মে (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় ঝাড়খণ্ডে আটজন নতুন করোনা রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। পূর্ব সিংভূমে (জামশেদপুর), গিরিডিতে দুইজন এবং দেওঘরে একজন রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। শনিবার সকালে স্বাস্থ্য বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে।স্বাস্থ্য দফতরের মতে, রাজ্যে ১৮৫ জন সক্রিয় করোনা রোগী রয়েছে। ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৩১ জন রোগী। এছাড়া ২১টি জেলায় একটিও রোগী পাওয়া যায়নি। পূর্ব সিংভূম (জামশেদপুর) রাজ্যে সর্বাধিক ৮৪ জন রোগী রয়েছে।

চার্লসের রাজ্যাভিষেকে বাইবেল পাঠ করলেন ঋষি সুনক

লন্ডন, ৬ মে (হি.স.) : রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠানে বাইবেল পাঠ করলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। ব্রিটেনের রাজার রাজ্যাভিষেকের ঐতিহ্যবাহী প্রথাকে মনে রেখে নিজে বাইবেল পাঠ করেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি।
রাজ্যাভিষেককে 'আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের গর্বিত প্রকাশ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন ঋষি সুনক। দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছর পর ফের রাজ্যাভিষেক হল সমগ্র ব্রিটেনে। ১৯৩৭ সালে ব্রিটেনের রাজা হিসেবে অভিষেক হয়েছিল রাজা ষষ্ঠ জর্জের। তার পর চার্লসই প্রথম রাজা ব্রিটেনের। ১৯৫৩ সাল থেকে ২০২২ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিংহাসনে ছিলেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ। তাঁর মৃত্যুর পর, ৭৩ বছর বয়সে, রাজা হিসেবে ব্রিটেনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন চার্লস। এ বার আনুষ্ঠানিক ভাবে সিংহাসন আরোহণ ঘটল।
উল্লেখ্য, ৭৪ বছর বয়সে চার্লসের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে উৎসবের আবহ ব্রিটেন জুড়ে। রাজা তৃতীয় চার্লসের অভিষেক অনুষ্ঠান ঘিরে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা আমন্ত্রিত ছিলেন এদিন। প্রায় ৮ হাজার অতিথি এদিন উপস্থিত ছিলেন। যাবতীয় রীতিনীতি মেনে এদিন শুরু হয় রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান।

চলাকাহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীবাসের নির্মাণ কাজ শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। করবুক মহকুমার বিভিন্ন স্কুলে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে জনজাতি ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। করবুক ব্লকের চলাকাহাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ছাত্রীবাস নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। মহকুমার পতিছড়ি কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রীবাস নির্মাণ করা হয়েছে।
তাছাড়া করবুক ব্লকের বাঁশিচন্দ্র পাড়া ইংরেজি মাধ্যম উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি করে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রী ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি আবাসিক ভবন নির্মাণে ব্যয় হবে ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। শিলাছড়ি ব্লকের হাজাছড়ি কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ছাত্রীবাসের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। করবুক ব্লকের লাউগাং ভিলেজের নিজাচন্দ্র পাড়ায় গোমতী নদীর উপর একটি ফুট বিজ নির্মাণের কাজ চলছে। এজন্য ব্যয় হবে ১ কোটি টাকা। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের করবুক মহকুমা কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বিজেপি ও কংগ্রেসের 'বোঝাপড়া'র সঙ্গে সিপিএম-কে একহাত অভিষেকের

মুর্শিদাবাদ, ৬ মে (হি. স.) : বিজেপি এবং কংগ্রেসের 'বোঝাপড়া'র কথা বলতে গিয়ে সিপিএমের প্রসঙ্গ তুলে আনলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।শনিবার তিনি বলেন, সাগরদিঘির ভোটে কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ছিল বিজেপি। এই 'বোঝাপড়া'য় রয়েছে বামেরাও। 'জনসংযোগ যাত্রা' শেষে মুর্শিদাবাদের রানিনগরে জনসভা করে এমন মন্তব্য করেন।তিনি বলেন, "বিমান বসু, মহম্মদ সেলিম কোনও দিন অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে বলছেন, দেখবেন না। কাকে আক্রমণ করছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অন্য দিকে দেখবেন না যে, বিজেপি সাংবাদিক বৈঠক করে অধীর চৌধুরীকে আক্রমণ করেছে।"কেন বিজেপির আক্রমণের লক্ষ্য তৃণমূল, তা-ও জানিয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, "আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু তৃণমূল। কারণ তৃণমূলকে এরা ধমকে-চমকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। বিজেপি ভাইরাস হলে ভ্যাকসিন তৃণমূল।"তৃণমূলকে বিজেপি কতটা ভয় পায়, তা বলতে গিয়ে তাঁর দাবি, বিজেপিকে বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে সাগরদিঘি। সাগরদিঘি হওয়ার পর বিজেপি নতুন করে অক্সিজেন পেয়েছে। রামনবমীর নাম করে চারদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু করেছে।"তিনি যে ভোটের আগে মানুষকে সতর্ক করেছিলেন, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন অভিষেক। প্রচারে এসে কী বলেছিলেন তা-ও মনে করিয়েছেন। তাঁর দাবি, সেই সময় তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেসকে ভোট আর বিজেপিকে ভোট দেওয়া এক। কংগ্রেস প্রার্থী বাইরনের সঙ্গে বিজেপি নেতাদের ছবি প্রকাশ্যে এনেছিলেন, তা-ও শনিবার জানিয়েছেন। তবে মানুষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাকে স্বাগত জানিয়েছেন অভিষেক।

শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়ক খোলা

জম্মু, ৬ মে (হি.স.) : জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক এবং শ্রীনগর-লেহ জাতীয় সড়ক আজ শনিবার যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তুষারপাতের কারণে মুঘল রোড যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে।এদিন সকাল ৬টা থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মু পর্যন্ত হালকা যানবাহন চালানো হচ্ছে। হালকা যান চলাচলের পরেই ভারী যানবাহনগুলি শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে সরানো হবে। এরপর নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলো যেতে দেওয়া হবে।

কঙ্গোতে বন্যায় প্রায় ১৭৬ জনের মৃত্যু

ব্রাজাভিল(কঙ্গো), ৬ মে (হি.স) : মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে (ডিআর কঙ্গো) আকস্মিক বন্যায় অন্তত ১৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ভারী বর্ষণের পর নদীর জল দুই কূল ছাপিয়ে লোকালয়ে প্রবেশের জেরে দেশটির পূর্বাঞ্চলে বন্যা দেখা দিয়েছে।
একজন আঞ্চলিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কঙ্গোর পূর্বাঞ্চলে আকস্মিক বন্যায় অন্তত ১৭৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সাউথ কিভু প্রদেশের প্রাদেশিক সরকার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রদেশটিতে মুষলধারে বৃষ্টির কারণে বৃহস্পতিবার সেখানকার একটি নদীর জল উপচে পড়ায় বুশুশু ও নিয়ামুকুবি গ্রামে উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। সাউথ কিভুর গভর্নর থিও এনগওয়াবিদজে কাসি বন্যায় মৃতের সংখ্যা ১৭৬ বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেন, বন্যায় অনেক লোক এখনও নিখোঁজ রয়েছেন। তবে স্থানীয় নাগরিক সমাজের সদস্য কাসোল মার্টিন বলেছেন, সেখানে ২২৭টি মরদেহ পাওয়া গেছে। মার্টিন বলেন, মানুষ খোলা জায়গায় ঘুমাচ্ছে। স্কুল এবং হাসপাতাল বন্যার পানিতে ভেসে গেছে।

মন্দিরঘাট ও চাপলিংছড়ায় ইনোভেটিভ স্কিমে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহের উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। জল জীবন মিশনে করবুক ব্লকের বিভিন্ন এডিসি ভিলেজে গভীর নলকূপ খননের কাজ করা হয়েছে। ব্লকের পশ্চিম করবুক এডিসি ভিলেজের গুণচন্দ্র পাড়ায় একটি ডিপটিউবওয়েল খনন করা হয়েছে। এরফলে ৫০টি পরিবার উপক'ত হবে। এছাড়া লাউগাং ভিলেজের পুরান পানছড়ায় ও পূর্ব মাণিক্য দেওয়ান ভিলেজের জঙ্গিদাস পাড়ায় একটি করে ডিপটিউবওয়েল খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এরফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ৮০টি পরিবার উপক'ত হবে।
ডুম্বর জলাশয় এলাকার মুখছড়ি ভিলেজের মন্দিরঘাট ও চাপলিংছড়ায় ৩টি ইনোভেটিভ স্কিমে ঝর্ণার জলকে ব্যবহার করে বাড়ি বাড়ি পানীয়জল পৌঁছে দেওয়ার কাজ চলছে। এরফলে ১২৬টি পরিবার বিশুদ্ধ পানীয়জলের সংযোগ পাবে। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের করবুক কার্যালয় থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

বাইডেনের অভ্যন্তরীণ নীতি উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীরা ট্যান্ডন

ওয়াশিংটন, ৬ মে (হি. স.) : মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অভ্যন্তরীণ নীতি উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হলনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান মহিলা নীরা ট্যান্ডন। আমেরিকার অভ্যন্তরীন বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ এবং উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে ওই ভারতীয় বংশোদ্ভূতকে। শুক্রবার নীরার নাম ঘোষণ করেছেন বাইডেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন, "অভ্যন্তরীণ নীতি উপদেষ্টা হিসাবে নীনা ট্যান্ডনের নাম ঘোষণা করে আমি আপ্লুত। ডোমেস্টির পলিসি নির্ধারণ ও তার রূপায়নের কাজ করবেন তিনি। স্বাস্থ্য ক্ষেত্র, অভিবাসন, শিক্ষার মতো ক্ষেত্রের নীতি তৈরিতে সাহায্য করবেন নীরা।" এর আগে এই পদে ছিলেন সুসান রাইস। তাঁকে সরিয়েই এই পদে বসলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নীরা।নীরা ট্যান্ডনই হলেন প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত যিনি আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নীতি উপদেষ্টা হলেন। এই বিষয়টিও নিজের বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন বাইডেন। তিনি বলেছেন, "ট্যান্ডল হলেন প্রথম এশীয়-আমেরিকান যিনি হোয়াইট হাউসের প্রধান তিনটি পলিসি কাউন্সিলকে নেতৃত্ব দেবেন।" জননীতি নির্ধারণে ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে নীরার। তাঁর এই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে চান বাইডেন প্রশাসন।এ ব্যাপারে বাইডেন বলেছেন, "সিনিয়র উপদেষ্টা এবং স্টাফ সেক্রেটারি হিসাবে আমার অভ্যন্তরীন, অর্থনৈতিক এবং জাতীয় নিরাপত্তা দলের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়া দেখভাল করবেন নীরা ট্যান্ডন। জননীতি প্রণয়নে দীর্ঘ ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। অতীতে তিন জন প্রেসিডেন্টের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন তিনি। দেশের সবথেকে বড় থিঙ্ক ট্যাঙ্ককে তিনি প্রায় এক দশক নেতৃত্ব দিয়েছেন।"নীরা ট্যান্ডন প্রথম কোনো এশীয়-আমেরিকান, যিনি হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরীণ নীতিবিষয়ক কাউন্সিলের নেতৃত্ব দেবেন। তিনি প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ও হোয়াইট হাউসের স্টাফ সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।হোয়াইট হাউসের শীর্ষ নীতিবিষয়ক তিন কাউন্সিলের একটি অভ্যন্তরীণ নীতি কাউন্সিল।এই নিয়োগের বিষয়ে এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, 'নীরা ট্যান্ডনকে নিয়োগ দিতে পেরে আমি আনন্দিত। তিনি জাতিগত সমতা, অর্থনৈতিক গতিশীলতা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসেবা, অভিবাসন, শিক্ষার মতো ক্ষেত্রে আমার অভ্যন্তরীণ নীতি প্রণয়ন ও এগিয়ে নিতে কাজ করবেন।'সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও বারাক ওবামার প্রশাসনে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে নীরার। বাইডেনের নির্বাচনী প্রচারণায় কাজ করেছেন তিনি। তাঁকে থিঙ্কট্যাংক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।এর আগে ট্যান্ডেনকে বাইডেনের প্রশাসনে অফিস অব ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড বাজেটের প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু চলতি বছরের শুরুতে তাঁর এ মনোনয়ন প্রত্যাহার করা হয়। সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেসেস ও সেন্টার ফর আমেরিকান প্রগ্রেসেস অ্যাকশন ফান্ডের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন নীরা।

তেল বাঁচাও, গ্যাস বাঁচাও স্লোগানকে সামনে রেখে আগরতলায় মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ মে।। তেল বাঁচাও, গ্যাস বাঁচাও এই স্লোগানকে সামনে রেখে ওএনজিসি ত্রিপুরা এসেটের পক্ষ থেকে শনিবার এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। তেল এবং গ্যাসের ভান্ডার অফুরন্ত নয়। স্বাভাবিক কারণেই এর অপচয় বন্ধ করতে হবে। তেল এবং গ্যাসের অপচয় বন্ধ করা না হলে সমূহ বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তেল ও গ্যাস প্রয়োজন তার মাত্র ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ দেশে উৎপাদন হচ্ছে। বাদবাকি পুরোটাই আমদানি করতে হয়। গ্যাস ও তেল আমদানি করতে গিয়ে দেশের বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে। তাতে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। সে কারণেই যতটুকু সম্ভব তেল ও গ্যাসের ব্যবহার সীমিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে ওএনজিসি ত্রিপুরা এসেট। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওএনজিসি সংলগ্ন এলাকায় শনিবার এক মানববন্ধন তৈরি করা হয়। এদিন মানববন্ধনে অংশ নিয়ে ওএনজিসি ত্রিপুরা অ্যাসেটের কর্মকর্তারা প্রত্যেকের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তেল এবং গ্যাসের ব্যবহার যতোটুকু সম্ভব কমিয়ে আনার জন্য। তেল ও গ্যাস সাশ্রয় করা সম্ভব হলে একদিকে যেমন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভালো হবে ঠিক অন্যদিকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও চাঙ্গা হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।